৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৮ বৈশাখ – ১৪ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ২২ এপ্রিল– ২৮ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 27, 22 April - 28 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

**ফিরে দেখা ৫০**

*শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।*

তিনের পাতায়

**বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস হাই স্কুল শিক্ষাঙ্গণে**

৬ এর পাতায়

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** ভর দুপুরে বড়ঙার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে

তল্লাশির জন্য হাজির হলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় হঠাৎ উঠে গিয়ে নিজের দুটি মোবাইল ও একটি পেনড্রাইভ ছুড়ে ফেলে দেন পুকুরে।

**রবিবার :** দূরপাল্লার ট্রেনে বিশেষ সক্ষমদের জন্য আসন

সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। স্লিপার, এসি থ্রি টায়ার, এসি ইকোনমি সব শ্রেণীতেই মিলবে এই সুবিধা। তবে নথি সহ আবেদন করতে হবে সংরক্ষণের জন্য।

**সোমবার :** কলকাতার পলতা জল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে

গঙ্গার ভাঙ্গনে। তাই ভুগর্ভে লোহার পাঁচিল তোলার কাজ পাঁচ বছর আগে শুরু হলেও এখনও শেষ হয়নি। এই বছরেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ। বিপদের আশংকা রয়েই যাচ্ছে।

**মঙ্গলবার :** ডিএ সমস্যার সমাধান খুঁজতে রাজ্যের মুখ্যসচিবের

নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে ১০ দিনের মধ্যে বৈঠকে বসতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। হাজির থাকতে হবে আন্দোলনকারীদেরও।

**বুধবার :** তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে পাঁচ জেলা পুরুলিয়া, বীরভূম,

বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়গ্রামে সতর্কবার্তা জারি করল আলিপুর হাওয়া অফিস। ইতিমধ্যে সাতদিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে স্কুল।

**বৃহস্পতিবার :** হিমোফিলিয়া আক্রান্তদের জন্য পরিচয়পত্র চালু

করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যে চিহ্নিত হিমোফিলিয়া রোগীর সংখ্যা ২২০০। বিশেষজ্ঞদের মতে অবশ্য সংখ্যাটা অনেক বেশি। এনআরএস হাসপাতালে পালিত হয় হিমোফিলিয়া দিবস।

**শুক্রবার :** তিলজলা শিশু মৃত্যু তদন্তে ভুল তত্ব খাড়া করার

NCPCR
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

জন্য কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন। ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

### দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২৮টি গ্রন্থাগার তালাবন্ধ

# কর্মী ঘাটতি ও নানা সমস্যায় ধুঁকছে গ্রন্থাগার পরিষেবা

**কুনাল মালিক**

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সরকারিভাবে ১৫৬টি গ্রন্থাগার থাকার কথা। জেলার নানা ব্লকের গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে কথা বলে যেসব তথ্য পেলাম, তাতে করে বলাই যায় গ্রন্থাগার পরিষেবা ধুঁকছে। কোনো গ্রন্থগারিকই তাদের নাম প্রকাশ করতে নারাজ। সূত্রের খবর জেলায় ২৮টি গ্রন্থাগার তালাবন্ধ আছে। যেখানে ৩৫৬ জন কর্মীর প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৬৮ জন কর্মী আছে। একজন গ্রন্থাগারিক ৩টি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন, অথচ বাড়তি কোনো গাড়ি ভাড়া বা ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এই গরমে নাজেহাল হতে হচ্ছে। সূত্র মারফত জানা গেল এক গ্রন্থাগারিককে তার নিজের কেন্দ্র থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে অন্য একটি গ্রন্থাগারের চার্জ দেওয়া হয়েছে। লাইব্রেরী সায়েন্সে গোল্ড মেডালিস্ট হয়েও দীর্ঘদিন ধরে কোনো

প্রোমোশন পাচ্ছেন না এমনও কর্মী আছে। সাগর ব্লকের ঘোড়ামারা দ্বীপের সরকারি গ্রন্থাগার বন্যার জলে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে গ্রন্থাগার তালাবন্ধ। ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সাগর বলেন, পঞ্চায়েত থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ব্যবস্থা করেছে। সাগরে রামকৃষ্ণ পাঠাগারও বন্ধ, বড়িষা সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থগারও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। বজবজ ২নং ব্লকের প্রভাত রবি পাঠাগার একসময় জমজমাট ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

এছাড়া গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোর জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও দীর্ঘদিন ধরে টাকা পড়ে থাকছে, কোনো কাজ হচ্ছে না। এরফলে অনেক গ্রন্থাগারের ঘর ধ্বংসের মুখে। টাকা পড়ে থাকলেও কাজ হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নে এক গ্রন্থাগারিক জানান, দেখুন টাকা আসছে লাইব্রেরিয়ানের নামে, আর বেনিফিসিয়ারি হচ্ছেন বিডিও, ফলে বিডিওরা ইঞ্জিনিয়ার গুরুত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন না। কারণ তাদের নিজস্ব ব্লকের অনেক কাজ আছে। এই নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। লাইব্রেরিয়ানকে বেনিফিসিয়ারি করলে কাজটা দ্রুত করা যেত। বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারে থাকার কথা ১০ কর্মী, কিন্তু ওখানে আছে মাত্র ৫ জন। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন খরচ চালাতে হিমসিম অবস্থা, পাঁচিল তৈরির টাকা গ্রন্থাগারের অন্য খরচ মেটাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরীকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, আমি কোনো মন্তব্য করতে পারব না।

প্রতিবছর ৩১ আগস্ট গ্রন্থাগার দপ্তর থেকে শ্রেষ্ঠ পাঠক ও সাকসেসফুল পাঠক পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক গ্রন্থাগারিক জানিয়েছেন, দপ্তর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিক পুরস্কার দিতে পারে না? এটা হলে তো আমরা এনার্জি পাই। প্রতিটি গ্রন্থাগারে ক্যারিয়ারের জন্য

এরপর পাঁচের পাতায়

ছবি : অরুণ লোধ

# সরকারি উদাসীনতায় শ্রমিক শোষণ ও পরিবেশ দূষণ অব্যাহত

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

গোন্দলপাড়া জুট মিলে মহিলা কর্মীদের সভা।

ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে কাগজে কলমে। তাতে লাভের লাভ বিশেষ কিছুই হয়নি। কারণ আগে বিদেশি শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে বহু আত্মত্যাগ সহ অনেক তরতাজা প্রাণের বলিদান হয়েছে। এর ফলে তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ বা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত গণতন্ত্র। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকমহলের। তাদের মতে এই গণতন্ত্র তথাকথিত গণতন্ত্র এই কারণে যে, গণতন্ত্রের বয়েস পঁচাত্তর বছর পেরোলেও তা আজও প্রকৃত গণতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। কারণ, স্বাধীন ভারতবর্ষে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হলেও দেশিয় সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হয়েছে। কেন না ভারতবর্ষের উপতলায় প্রায় এক শতাংশ নাগরিকের হাতে বর্তমানে প্রায় ৭৪ শতাংশেরও বেশি সম্পদ জড়ো হয়ে আছে। ফলে ঔপনবেশিক শোষক শ্রেণির অপসারণ ঘটলেও গণতন্ত্রকে এক প্রকার প্রহসনে পরিণত করে জন্মলাভ করল দেশিয় শোষকশ্রেণি। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের। আজ সমগ্র রাজ্য তথা দেশজুড়ে সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ তলিয়ে গিয়েছে প্রায় বিশ বাঁও জলে। অনেকদিন আগেই তলিয়ে গিয়েছে প্রায় বিশ বাঁও জলে। এইসঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানাও একের পর এক বন্ধ হবার পাশাপাশি রাজ্যের জুটমিলগুলোও বন্ধ হবার উপক্রম। দুষণমুক্ত পরিবেশের কথা বাগাড়ম্বর করে বলা হলেও কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের গাফিলতি ও জুটমিল বিরোধী নীতি নির্ধারণের কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জুট মিল। ফলে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে বা কাজ হারিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প পেশা হিসাবে ট্রেনে, বাসে হকারি করছেন। কেউ বা ফুটপাতে, রাস্তার ধারে বা প্লাটফর্মে অস্থায়ী ব্যবসা করছেন। আবার কেউ কেউ কোনো কিছু বিকল্প কাজ করতে না পেরে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ, বলে বিভিন্ন শ্রমজীবী সংগঠনগুলির দাবি।

এরপর পাঁচের পাতায়

# দহন পরীক্ষায় ডাহা ফেল জল জীবন মিশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সাবজেক্ট ছিল জল জীবন মিশন প্রকল্প। কথা ছিল ঘরে ঘরে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার। বরাদ্দও এল নিয়ম করে। নেতাদের মুখে মারিতং জগ, কাজের অগ্রগতির কথা। গত নভেম্বরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৫০ শতাংশ ঘরে জল পৌঁছেছে বলে ধন্যবাদও দিলেন জল সম্পদ দপ্তরের কর্মীদের। কিন্তু প্রকৃতি যখন দহন পরীক্ষায় বসিয়ে দিল তখন দেখা গেল টায়ে টুয়েও পাশ করতে পারলো না সাধের জল জীবন মিশন। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে আমাদের প্রতিনিধিরা বাংলার যে জলচিত্র তুলে নিয়ে এসেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, কোথাও জলই পৌঁছায়নি আবার কোথাও কল লাগলেও তা দিয়ে জল পড়ে না। কোথাও জল পড়লেও তাতে ১ ঘন্টায় ১ টা ছোট বালতিও ভর্তি হয় না। নলকূপগুলো বেশিরভাগই হয় খারাপ নয়তো তার জল পান করার অযোগ্য। গ্রাম বাংলার চিরাচরিত কুয়োর জলস্তর ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাউন্সিলর থেকে প্রধান কারোর দেখা নেই। সবাই বাইরের তাপ থেকে বাঁচতে ঘরের ভিতর আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রামবাসী হাঁড়ি কলসি নিয়ে পথ অবরোধে সামিল। যেখানে যেখানে আর্সনিকমুক্ত জল প্রকল্প গড়ে উঠেছে সেখানেও মিটছে না জলের চাহিদা। ভরসা পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে কেনা ২০ লিটরের জার। এ আসলে সারা বছর পড়াশুনা না করে ভাষণ দিয়ে পরীক্ষায় পাশ না করার মত। রাজ্যবাসী ভাবছে কি কাজটাই না হচ্ছে জল জীবন মিশনে। দহন আসতেই বেরিয়ে পড়েছে খোল নোলচে।

জলের জন্য প্রতিবাদ চলছে গঙ্গাসাগরে।

অথচ পড়াশুনো যে ঠিক মত হচ্ছে না তার হদিশ পাওয়া গিয়েছিলো গত বছরেই। ২০২২ এর মার্চে জল জীবন মিশন প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকের পর কেন্দ্রের প্রকাশিত তথ্য দেখিয়ে দিয়েছিল এই রাজ্যে মাত্র ২০ শতাংশ বাড়িতে জলের সংযোগ হয়েছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছিলেন কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও রাজ্য খরচ করতে পারছে না। একই চিত্র পাওয়া গেল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঠিকাদারদের কাছ থেকেও। তারা পাইপ লাইনের কাজ করে টাকা না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আর যেখানে পাইপ বসেছে সেখানে যারা কল লাগাবার ঠিকাদার তারা বলেই দিচ্ছে এখুনি কল লাগাতে হলে টাকা লাগবে। সরকারি পয়সায় পেতে হলে দেরি হবে।এসব জানার পরেও যে নড়েচড়ে বসে নি রাজ্য প্রশাসন তা প্রমাণ করে দিল প্রাকৃতিক দহন।

গঙ্গাসাগর থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের রামকরচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সামন্তপাড়া এলাকায় প্রতিদিন মানুষ পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন। অধিকাংশ টিউবওয়েলগুলি খারাপ হয়ে গেছে। টাইম কল বসলেও জল আসছে না। অধিকাংশ পুকুরগুলি শুকিয়ে গেছে। পানীয় জলের জন্য ২–৩ কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হচ্ছে মহিলাদের। অনেকে জলের অভাবে পুকুরের নোংরা জল খাচ্ছেন। যার ফলে অসুখ বিসুখ বাড়ছে। সম্প্রতি গ্রামের মহিলারা জলের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এক মহিলা বলেন, নেতারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু পানীয় জল দিচ্ছেন না, সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, ভোটের আগে জল না এলে আমরা ভোট বয়কট করব। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস বলেন, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীর এলাকাতেই যদি এই অবস্থা, তাহলে অন্যত্র কী ভাবুন। সিপিএম নেতা অশোক কুমার দাস বলেন, রাজ্যে নাকি উন্নয়নের জোয়ার চলছে, তাহলে এখানে পানীয় জল নেই কেন? পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুব্রত দাসবলেন, টাইম কল বসানো হয়েছে, টাওয়ার হতে একটু বাকি আছে, খুব দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পানীয় জলের সমস্যা মিটবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেন নি।

সউড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি অভীক মিত্র আরও জানাচ্ছেন চাঁদিফাটা গরম পড়েছে বীরভূম জেলায় সঙ্গে শুরু হয়েছে জলসঙ্কট। বাংলা নববর্ষের প্রথমদিন পয়লা বৈশাখ সকালে জলসঙ্কটের জন্য বিক্ষোভ দেখালো সিউড়ি একনং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাংগুরিয়া ডাঙ্গালপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা।

এরপর পাঁচের পাতায়

### ভোট পরবর্তী হিংসা

## ছয়জনকে আদালতে পেশ করল সিবিআই

**অরিজিৎ মণ্ডল :** রাজ্যে বিধানসভা ভোট–পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় বিজেপি কর্মীর খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ছয়জনকে বুধবার ডায়মন্ড হারবার এ সি জে এম আদালতে পেশ করল সি বি আই। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের খর্দ্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বিজেপি কর্মী রাজু সামন্ত খুন হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই ঘটনায় সাদ্দাম লস্কর সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার পর বিজেপি কর্মীর খুনের মামলার তদন্ত শুরু করে সি বি আই। অবশ্য খুনের ঘটনায় প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলেও বেশ কয়েক জন অভিযুক্ত পলাতক ছিল। এমনকী তারা পরে আলিপুর আদালত থেকে জামিন পেয়ে যায়। পরে এই ঘটনায় সিবিআই এর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযুক্তদের নিম্ন আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে মতই ঘটনার মূল অভিযুক্ত সাদ্দাম লস্কর সহ ৫ জন সিবিআই এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আজ সি বি আইয়ের পক্ষ থেকে ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

# বিজেপির কর্মীরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত ফলতা ও বজবজ–১ নম্বর ব্লকের বিজেপি দলের নেতা কর্মীরা কার্যত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই দুটি ব্লকে ব্যাপক রাজনৈতিক হিংসা ও

### ফলতা ও বজবজ–১

সংঘর্ষের শিকার হন বিজেপি কর্মী ও তাদের পরিবার এমনই অনেক অভিযোগ উঠে এসেছে। অনেকে আবার এলাকা ছাড়া হয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফলতার এক বিজেপি নেতা বলেন, দেখুন আমার নামটা লিখবেন না, তাহলে আমার ও আমার পরিবারের প্রাণ সংশয় হতে পারে। তিনি বলেন, ভোট পরবর্তী সময়ে শাসকদলের মস্তান গুণ্ডাদের হাতে আমরা মার খেয়েছি, এখানে লুটতরাজ হয়েছে। ওপরতলার নেতাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনো জনসভা, মিছিল হয়নি। আমরা প্রকাশ্য সভা তো দূরের কথা, বুথ মিটিংই ভালো করে করতে পারছি না। প্রসঙ্গত, ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার, ডায়মন্ডহারহার, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজ –২ এবং মহেশতলায় বিজেপির সভা সমিতি, র‍্যালি, ডেপুটেশন হলেও ফলতা এবং বজবজ–১ ব্লকে কার্যত কিছুই হচ্ছে না। চাপা আতঙ্ক ঘিরে বসেছে এলাকায়। তৃণমূলের এক ডাকসাইটে নেতার ভয়ে বিজেপির নেতা থেকে কর্মীরা আতঙ্কিত।

এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, দেখুন ওই দুটি ব্লকে শাসকের সন্ত্রাসের কারণে কিছু করা যাচ্ছে না, পরিস্থিতি অনুকূল হলে তখন কার্যক্রম হবে। তাহলে পঞ্চায়েত ভোটে কি হাল ছেড়ে দেবেন? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, যেখানে আমাদের প্লেয়ার নেই, সেখানে খেলব না। জেলার প্রাক্তন কনভেনার তথা বর্তমানে রাজ্য কমিটির সদস্য নীতিশ মণ্ডল (যিনি ফলতার বাসিন্দা, শাসকদলের সন্ত্রাসে ঘরছাড়া) বলেন, দেখুন ওই দুটি ব্লকে আমাদের প্রচুর কর্মী আছেন, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। উধ্বর্তন নেতৃত্বও ওই দুটি ব্লকে কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

# পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে

**ওঙ্কার মিত্র**

পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে কবেই। প্রস্তুতির কাজ চলছে জেলা, মহকুমা, ব্লক স্তরে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বরণডালা সাজিয়ে ফেললেও নির্বাচন কবে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আইন অনুযায়ী তারিখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের একটা বড় ভূমিকা থাকলেও খোদ মুখ্যমন্ত্রীও তার কোনো হদিশ দিতে পারেননি। কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের বলেছেন, দিনক্ষণ ঠিক করার ভার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। কবে নির্বাচন হবে তার আভাষ দিতে তিনি রাজি নন। স্বাভাবিকভাবে এবছরের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়ছে।

রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দুর্নীতিতে কোণঠাসা শাসকদল যে এই মুহূর্তে নির্বাচন নিয়ে তাড়াহুড়ো করবে না তা ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। বিরোধীরাও যে গ্রাম স্তরে নিজেদের সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলেছে এমন হদিশও মেলে নি। তার উপর নির্বাচনের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র গরমের দহন এবং করোনার নতুন ঢেউ। ফলে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে বঙ্গবাসীর জল্পনা তুঙ্গে। এই জল্পনা আরও উস্কে দিয়ে গিয়েছেন সম্প্রতি বঙ্গে আসা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী লোকসভা নির্বাচনের এ্যাসিড টেস্ট জেনেও অমিত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন একসাথে করার কথা বলে এই সরকারের পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে কি মেয়াদ ফুরোলে গ্রামবাংলার উন্নয়নের ভার জনপ্রতিনিধিদের বদলে গিয়ে বর্তাবে সরকারি আমলাদের উপর? এটাই এখন সবচেয়ে ব। প্রশ্ন।

এক প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রয়াত হয়েছিলেন ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মনোনয়ন জমা পর্বের সন্ত্রাসের সংবাদ শুনে হতাশার সুরে

এ সাধ বুঝি আর এবারে মিটলো না।

বলেছিলেন তৃণমূল পতনের কবর খোঁড়া শুরু করল। সত্যি সেদিনের পঞ্চায়েত সন্ত্রাস যে এভাবে দুর্নীতিতে পর্যবসিত হয়ে শাসদলের দমবন্ধ করে দেবে কেউ তখন ভাবতে পারে নি। এই জন্যেই তিনি অগ্রগণ্য বিশ্লেষক ছিলেন। বর্তমান বিশ্লেষকদেরও অবশ্য একই মত। তাঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল এখন দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দে এমনভাবে জ।য়ে গিয়েছে যে তারা তাড়াতাড়ি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চাইবে না। শাসকদল এও জানে ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সন্ত্রাসের রাস্তা তারা খুলে দিয়েছে এবারেও সেই রাস্তাই ধরবে ধান্দাবাজ স্থানীয় নেতারা। কোনো ভাবেই তাদেরকে সামলানো যাবে না। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের মুখ পুড়বে তাদের যার ফায়দা তুলবে বিজেপি। আবার বিরোধীরাও জানে মানুষ যতই তৃণমূলের প্রতি ক্ষুব্ধ হোক না কেন রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট হলে তাদের জয়ের কোনো আশা নেই। ভোট সন্ত্রাস রোখার মত সংগঠন এখনও তাদের গা.ে ওঠেনি। বিশেষ করে বিজেপি চাইবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বদলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বেশি করে মনোনিবেশ করতে। শাসকদলও চাইছে বর্তমান পঞ্চায়েতের মেয়াদ ফুরোলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২০১৮ সালে জেতা দায়বদ্ধহীন প্রতিনিধিদের থেকে ক্ষমতা সরকারি আমলাদের কাছে চলে যাক। এতেই বেশি লাভ। তাতে গোষ্ঠীদ্বন্দের প্রকোপ অন্ততঃ অনেকটা কমবে। সব মিলিয়ে বলা যায় আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন যে তাড়াতাড়ি হচ্ছে না তা প্রায় নিশ্চিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

# উত্তরের আঙিনায়

## গরমে মহার্ঘ ডাবের জল

**দক্ষিণ দিনাজপুর :** রেকর্ড গরম পড়তেই গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের সাথে পাল্লা দিয়ে ডাবের বিক্রি বেড়েছে। প্রতিনিয়ত গরম বাড়তে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব পড়েছে সমাজ জীবনেও। তীব্র দাবদাহের ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নানান এলাকার পথচারী থেকে শুরু করে অনেকেই। তাই প্রচন্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন রকম পানীয় থাকলেও ডাবের জলের জুড়ি মেলা ভার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে দাম চড়া হলেও ডাব কিনতেও দেখা যায় অনেককেই। এক একটি ডাব বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা করে।

জেলার গঙ্গারামপুরে ডাব বিক্রেতা পিন্টু সরকার জানান, গরম পড়তেই ডাবের চাহিদা বেড়ে যায়। এখন সেভাবে আগের মত ডাব পাওয়া যায় না। তাই তাদের অনেকটা বেশি দাম দিয়েই ডাব কিনে আনতে হয়। এদিন এক ডাব তারা ৬০–৮০ টাকা করে বিক্রি করলেও গরম যত বাড়বে ডাবের চাহিদাও সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে বলে বিক্রেতা জানান। তবে দাবদাহ আর সূর্যের কঠিন তাপ থেকে মুক্তি পেতে রাস্তার ধারে ডাবের জল পান করে যারপরনাই তেষ্টা মেটাচ্ছেন আবালবৃদ্ধবনিতা।

# দহনে জ্বলছে শিলিগুড়ি, বেড়েছে ডাব বিক্রি

**নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি :** গোটা রাজ্য জ্বলছে দহন জ্বালায়। বিগত কিছুদিন ধরে শিলিগুড়িতে ও তাপমাত্রা ক্রমশই উদ্বোমুখি হচ্ছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি থেকে ৩৮ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। পার্শ্ববর্তী শহর জলপাইগুড়ির অবস্থা একই। বৈশাখ মাসের শুরুতেই গরমে নাজেহাল শহরবাসী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তীব্র অস্বস্তি। গরম থেকে খানিক স্বস্তি পেতে ভরসা ঠান্ডা পানীয়। তাই শিলিগুড়িতে ঠান্ডা পানীয়র বাজার এখন তুঙ্গে। আইসক্রিম, লস্যি, জুসের দোকানে দেখা যাচ্ছে মানুষজনের ভিড়। প্রসঙ্গত শিলিগুড়িতে বেড়ে গিয়েছে ডাবের চাহিদা, গরমের থেকে নিস্তার

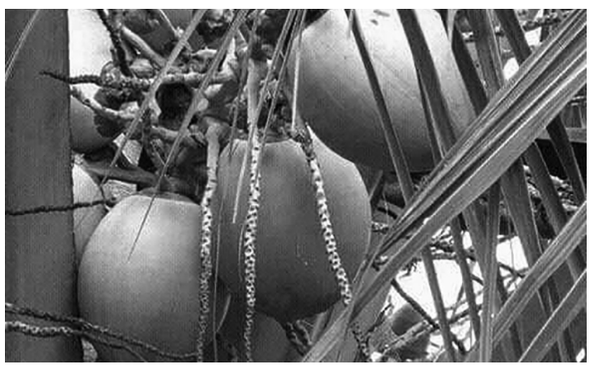

পেতে সবচেয়ে উপকারী ডাব। সেই কারণে ডাবের দিকে ঝোঁক বেড়েছে মানুষের। স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি দামে বিকোচ্ছে ডাব, ডাবের দাম মোটামুটি ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তবে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডাবের দামেরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডাব ব্যবসায়ীরা জানান, গরম বেশি তাই ডাবের চাহিদা বেড়ে গেছে সেই জন্য দামও বেড়েছে। গরম কিছুটা কমলে আবার আগের দামে ফিরে আসবে।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

## প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

### ২২ এপ্রিল – ২৮ এপ্রিল, ২০২৩

**মেষ রাশি :** ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। চাকরি ক্ষেত্রে বদলি ও বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়, শিল্পীসত্তার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন দুর্গা মন্ত্র পাঠ করুন।

**বৃষ রাশি :** ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গ থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। তীর্থস্থানে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম করুন।

**মিথুন রাশি :** কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। পরিশ্রমের সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতি। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলা আবশ্যক। কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্যে বিলম্ব। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি।

**প্রতিকার :** ৪১ বার ওঁ নমো নারায়ণ জপ করুন প্রতিদিন।

**কর্কট রাশি :** আবেগ প্রবণতা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সব বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। সমাজসেবামূলক কর্মে সফলতা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ওঁ দূর্গায় নম জপ করুন।

**সিংহ রাশি :** ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পাড়া–প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

**কন্যা রাশি :** ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা অর্থহানির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসার ক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে প্রশংসা মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

**প্রতিকার :** ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নম' করুন।

**তুলা রাশি :** দাম্পত্য সম্পর্কের হানি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক কারণে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। শিল্পী সত্তার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** ২১ বার 'ওঁ গণেশায় নম' জপ করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অপ্রিয় সত্য কথা বলার দরুণ অযাচিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিবাহে বাধা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ২৭ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

**ধনু রাশি :** ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ভ্রমণের পরিকল্পনা হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নম' জপ করুন।

**মকর রাশি :** ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। স্বজনের কারণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কোনও গাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানরে আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪১ বার (ওঁ নম শিবায়' জপ করুন)

**কুম্ভ রাশি :** ব্যবসায়িক সাফল্য ধীরগতিতে হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিড়ম্বনা। অর্থ হানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নামি কোম্পানীর কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ মন্দায় নম' জপ করুন।

**মীন রাশি :** উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। সম্পত্তি ক্রয় করার পরিকল্পনা হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** বৃহস্পতিবার পুজো করুন।

# রাজ্যে ১৪২০ জন মহিলা কনস্টেবল

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে মহিলা কনস্টেবল পদে ১৪২০ জন তরুণী নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত কোনো পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশ তরুণীরা আবেদনের যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনভিএফ,হোম গার্ড বা সিভিক ভলান্টিয়ার্স প্রার্থীরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে –১–১২০২৩ সালের হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর আর এনভিএফ ও হোম গার্ডের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মানুযায়ী যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। অন্য রাজ্যের তপশিলি আর ওবিসি সার্টিফিকেটধারীরা বয়সে কোনো ছাড় পাবেন না ও তাঁদের বেলায় সাধারণ প্রার্থী হিসাবে দরখাস্ত করতে হবে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬০ (গোর্খা, গাড়োয়ালি, রাজবংশী, তপশিলি উপজাতি বলে ১৫২) সেমি। ওজন হতেহবে ১৬০ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৯ কেজি।

সবক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ওচশমা সহ ৬–৬। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি বা ট্যারা দৃষ্টি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

# কাজের খবর

মূল মাইনে – ২২,৭০০ থেকে ৫৮,৫০০ টাকা। শূন্য ১৪২০টি। জেনারেল ৩৪৩, জেনারেল ইসি ২২৭, জেনাে হোম গার্ড বা এনভিএফ ১১৩, জেনারেল সিভিক ভলান্টিয়ার ৭১, জেনারেল খেলোয়াড় ২৮, তপশিলিজাতি ১৪১ তপশিলি ইসি ১০০ তপশিলি হোম গার্ড বা এনভিএফ ৪২, তপশিলি সিভিক ভলান্টিয়ার ২৯, তপশিলি উপজাতি হোম গার্ড বা এনভিএফ ১৪

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।' মোট ৪টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায়সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। তাতে সফল হলে লিখিত মেন পরীক্ষা। তারপর হবে পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত খুঁটিয়ে দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : ক) জেনালে অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল নলেজ –৪০ নম্বর, খ) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ৩০ নম্বর গ) রিজনিং ৩০ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও নেপালী ভাষায়।

এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট)র জন্য ডাকা হবে। শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় উচ্চতা, ওজন, বয়স ইত্যাদি দেখা হবে। শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায়থাকবে ৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়। দৌড়নোর সময় টাইমিং দেখা হবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন যন্ত্রে। এই দুই টেস্টে কোয়ালিফাই করলে ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা।

৮৫ নম্বরের লিখিত মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ক) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল নজেল ২৫ নম্বর খ) ইংরিজি ১০ নম্বর গ) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (মাধ্যমিক মানের) ২৫ নম্বর ঘ) রিজনিং ও লজিক্যাল অ্যানালাইসিস ২৫ নম্বর। নেগেটিব মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুলের উত্তরে জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও নেপালী ভাষায়।

লিখিত মেন পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে। ইন্টারভিউয়ের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। মেধা তালিকা তৈরির সময় লিখিত মেন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ডাক্তারি পরীক্ষা হবে রাজ্য সরকারের নির্বাচিত কয়েকটি হাসপাতালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে বুকের এক্স–রে ও শরীরের অন্যান্য পরীক্ষা করা হবে। সবশেষে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে। মনোনীত হলে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। ই অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবশাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৩ এপ্রিল থেকে ২২ মের মধ্যে। www.wbpolice.gov.in https://prb.wb.gov.in এজন্য বৈধ একটি ইমেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেটার স্ক্যান করে নেবেন।ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। প্রতমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি বাবদ ১৯৩ (তপশিলি হতে ৪৩) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কাড৪, ক্রেটিড কার্ডে জমা দেবেন।

এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ০৩৩–২৩২১৪২০০ ফর্ম পূরণ করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২৬ মে থেকে ১ জুনের মধ্যে।


## কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

**হিন্দ্ সংঘ**

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

## বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

## কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২



তাপপ্রবাহ বিপদজনক! সাবধান হোন!

অসুস্থতা প্রতিরোধ করুন!

**কী করবেন**

- রোদে বেরোতে হলে ছাতা ব্যবহার করুন। অথবা মাথা ও কাঁধে ভিজে গামছা/ তোয়ালে/ কাপড়/ টুপি দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- পাতলা, ঢিলে, সুতির হালকা রঙের জামাকাপড় পরুন।
- সর্বদা জল সঙ্গে রাখুন। তৃষ্ণা না পেলেও মাঝে মাঝে জল পান করুন।
- বাড়িতে তৈরি শরবত, লেবুজল, ফল– যেমন তরমুজ, শসা ইত্যাদি খান।
- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**কী করবেন না**

- চড়া রোদে বাইরে না বেরোনোর চেষ্টা করুন। যদি বেরোতেই হয় তাহলে বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
- দিনের বেলা চড়া রোদে বেশি পরিশ্রমের কাজ না করাই ভাল।
- এই সময় অতিরিক্ত চা, কফি, বোতলের ঠান্ডা পানীয় বা মদ্য পান করবেন না।

**প্রাথমিক চিকিৎসা**

- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শীতল ছায়া জায়গায় নিয়ে যান।
- জল/ ওআরএস জলে গুলে দিন। সারা দেহে এবং মাথায় জল ঢালুন। ভেজা শরীরে জোরে জোরে বাতাস দিন।
- যদি রোগী অচেতন থাকে তাহলে তাঁকে পাশ ফেরানো অবস্থায় তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত


# ঘুম আসে না?

**ডাঃ মানস কুমার সিনহা**

নিদ্রা বা ঘুম আমাদের শরীর আর মনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। অনিদ্রা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। প্রত্যেক প্রাণীর সারাদিনের শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি দূর করার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। শরীর সুস্থ রাখতে মানুষের সাধারণত ৭ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন। এই ঘুমের মধ্যে আবার প্রধানত দুইটি স্টেজ থাকে এনআরইএম (NREM) – নন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট এবং আরই এম(REM) – র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট ঘুম। NREM এবং REM ঘুমের চার থেকে ছয়টি সাইকেল মিলে আমাদের সারারাতের ঘুম হয়ে থাকে। এক একটি সাইকেল প্রায় ৯০ মিনিট স্থায়ী হয়। NREM ঘুমের শেষ পর্যায়ে আমরা সবচেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হই।

সাধারণত অনিদ্রার লক্ষণ হিসেবে দীর্ঘক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকার পরেও ঘুম না আসা, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে আর ঘুম না আসা, এদিক ওদিক হাঁটাচলা করা, বারবার বাথরুমে যাওয়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনিদ্রার কারণ হিসেবে উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, ভয়, উত্তেজনা, পরিশ্রম, রাগ, অতিরিক্ত মসলাদার খাবার খাওয়া, ঘনঘন চা কফি পান করা এবং অত্যাধিক ধূমপানকে দায়ী করা যেতে পারে। অনিদ্রা একটা ব্যধি। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই কখনো না কখনো নিদ্রাহীনতার সমস্যায় ভুগেছেন। একে চিকিৎসার পরিভাষায় ইন্সমনিয়া বলা হয়। অনিদ্রা মানুষকে অধৈর্য করে তোলে এবং মানুষ সহজেই ঘুমের ওষুধ নিতে আরম্ভ করে দেয় যা কিনা অচিরেই অভ্যাসে পরিণত হয়। তবে রাতে ভাল ঘুমের প্রয়োজনে কিছু সতর্কতা পালন করলে হয়তো অনিদ্রা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই ওষুধ গ্রহণের আগে কিছুদিন কিছু অভ্যাসগত পরিবর্তন করে দেখা যেতে পারে।

শোয়ার ঘরে টিভি রাখবেন না আর শোয়ার আগে টিভি দেখবেন না, শোয়ার ঘরের পরিবেশ আরামদায়ক শব্দহীন আর অন্ধকার রাখুন, শোয়ার আগে মোবাইল, ল্যাপটপ ব্যবহার বন্ধ রাখুন বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই, রাতে ডিনারে হালকা খাবার খান,। সবচেয়ে ভালো হয় ঘুমোনোর ঘণ্টা তিনেক আগে ডিনার সেরে নেওয়া। রাতে অ্যালকোহল, চা, কফি এড়িয়ে চলুন স্ট্রেস ফ্রি থাকার চেষ্টা

করুন এবং অবশ্যই সকালে ব্যায়াম করার অভ্যাস করুন।

এবছর ১৭ মার্চ ওয়ার্ল্ড স্লিপ ডে ২০২৩ পালিত হয়েছে এবছরের থিম 'Sleep essential for health' তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন সবারই। বর্তমানে পরিবর্তিত জীবনধারায় আমরা অনেকেই ঘুমের প্রয়োজনকে যথাযথ গুরুত্ব দিই না এবং অল্প বয়সেই অনিদ্রাজনিত অসুস্থতায় ভুগি। তাই এখনই সতর্ক হয়ে যান আর সুস্থ থাকতে নিয়মিত প্রয়োজন মতো ঘুমোন।

## শব্দবার্তা ২৪৩

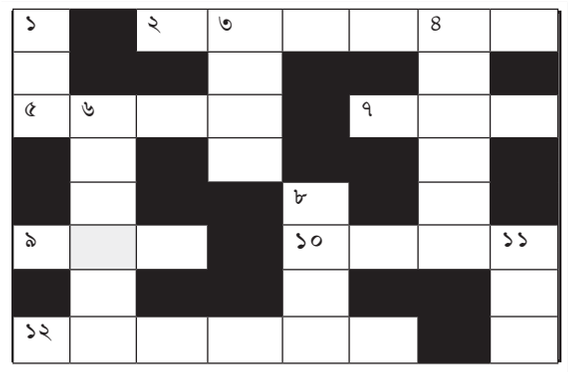

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

২। অত্যন্ত অলস ব্যক্তি ৫। নাম ও ঠিকানা ৭। সৌধ ৯। অর্ণব, সমুদ্র ১০। শোভিত ১২। ভয়ে বিকৃত আকার বা অঙ্গভঙ্গি।

**উপর–নীচ**

১। বাংলাদেশের বিখ্যাত ময়দান ৩। বহু প্রকার ৪। উদ্দাম নাচানাচি বা হুল্লোড় ৬। পুরসভার প্রধান, মেয়র ৮। অগ্নি ১১। পক্ষ, দিক।

**সমাধান : ২৪২**

**পাশাপাশি :** ১। অভিমান ৪। টহলদারি ৫। সরকার ৭। পদাতিক ৯। বরখেলাপ ১০। ইন্দিবর।

**উপর–নীচ :** ১। অবিশ্বাস ২। নটবর ৩। উদারনীতি ৬। রঞ্জন ৭। পইপই ৮। কলেবর।


আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# রেলপথ চুরি, গ্রেপ্তার দুই

**অমিত মণ্ডল, সাগর :** নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বীরভূম জেলার ভীমগড় থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পলাশস্থলী পর্যন্ত রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ । ইসিএলের পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলতে সুড়ঙ্গ কাটার জন্য বড়রা গ্রামের পর থেকে রেললাইন ঝুলে যায়। যাত্রী নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় পূর্ব রেল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পাঠানোর জন্য ভীমগড় থেকে হজরতপুর পর্যন্ত মালগাড়ি চলছে কিন্তু বাকি রেললাইন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বেশ কিছুদিন ধরে ভীমগড় – পলাশস্থলী শাখার কাঁকরতলা গ্রাম এলাকা থেকে পলাশস্থলী পর্যন্ত রেলপথের কিছু অংশ চুরি হচ্ছিল। কাঁকরতলা থানার পুলিশ যোগাযোগ করে রেল সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে। নয় এপ্রিল ভোরে যৌথ অভিযান চালিয়ে চারশো ফুট রেলপথ চুরি যাওয়া আটকায়। উদ্ধার হয় একশো তেত্রিশ মিটার রেললাইন। কৈথি গ্রামের শেখ আলতাব ও শেখ ইন্তাজ নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। রেলপুলিশ রেললাইনগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ধৃতদের অন্ডাল নিয়ে গিয়েছে।

# বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কারের শিলান্যাস




**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন সাংসদ শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলা শাসক,অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন) শঙ্খ সাঁতরা, বিধায়ক অশোক দেব ও অন্যান্য অতিথি।

প্রায় ৭ কিমি দীর্ঘ বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হবে। এই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৪৯২৯.৪৫ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর প্রকল্পটি রূপায়ন করবে।

ছবি : অরুণ লোধ

# পথ দুর্ঘটনায় জখম এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৯ এপ্রিল বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ সাগরের কৃষ্ণনগরের বিনোদ মোড়ের কাছে বাম্পার পেরোতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়লো একটি টোটো। চালকের নাম রহিমুল শেখ

ঐ দিন রহিমুল্ কচুবেড়িয়া থেকে রুদ্রনগরের দিকে যাওয়ার সময় বিনোদ মোড়ের কাছে বাম্পার পেরোতে গিয়ে নিযন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি খাদে পড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে এবং টোটো তে থাকা তারই এক আত্মীয়কে দ্রুত সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থার অবনতি দেখে তাকে দ্রুত ডায়মন্ড সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় পরের দিন রহিমূল্ কে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৃষ্ণনগরের ক্ষুদ্ধ গ্রামবাসী ও সাগরের সমস্ত গাড়ির চালক একসাথে ওই বাম্পার ওঠানোর জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানায়। তারা এও বলে যে বিনোদ মোড়ের বাম্পার উচ্চতা অনেক বেশি এবং ৬ মাসের মধ্যে ওখানে আরো তিনটি বড়ো বড়ো দুর্ঘটনা হয়েছে।

# ছিনতাইকারী কে ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে এক নার্সের মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের মাতলা হল্ট ষ্টেশনে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের নার্স মেঘা মন্ডল।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের নার্স। ডিউটি সেরে ট্রেনে চেপে বাড়িতেই ফিরছিলেন। চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায় এক ছিনতাইকারী। সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছিনতাইকারীর পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা করেন ওই নার্স। তবে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই পড়ে যান তিনি। মাতলা হল্ট ষ্টেশনের ঢুকতেই ট্রেনের কামরা থেকে নার্সের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এক ছিনতাইকারী। কোন কিছুই না ভেবে ফোন উদ্ধার করতে ওই নার্স চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেন ছিনতাকারীকে ধরার জন্য।ততক্ষণে ছিনতাইকারী পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদিকে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন নার্স মেঘা মন্ডল। তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মাতলা হল্ট ষ্টেশনে পড়েছিলেন। খবর পেয়ে ক্যানিং জিআরপি পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশাঙ্কা জনক অবস্থায় মেঘা মন্ডল নামে ওই নার্স ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন রয়েছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক তথা ক্যানিং মহকুমা



হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্যামল মন্ডল বলেছেন, ঘটনা টি খুব দুঃখজনক। ট্রেনের নিরাপত্তা যাতে ভালো হয় সেই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রশাসন কে অনুরোধ করবো। পাশাপাশি অভিযুক্ত যাতে খুব শীঘ্রই ধরা পড়ে সে বিষয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সুরেশ সরদার কে প্রশাসনে অভিযোগ জানাতে বলেছি।

অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ,ক্যানিং জিআরপি ও ক্যানিং আরপি এফ পুলিশ।

গুরুতর আঘাত লাগে। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন মাতলা হল্ট ষ্টেশনে।ঘটনার খবর পেয়েই ক্যানিং ষ্টেশনের জিআরপি পুলিশ ওই নার্স কে উদ্ধার করে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিসাধীন রয়েছেন ওই নার্স।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডিউটি সেরে ট্রেনে চেপে সোনারপুরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের নার্স মেঘা মন্ডল। আপ ক্যানিং–শিয়ালদহ ট্রেনটি

# তীব্র দাবদাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বিষধর সাপের উপদ্রব



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: বসন্ত শেষে নববর্ষের শুরুতেই তীব্র দাবদাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বিষধর সাপের উপদ্রব। যা নিয়ে আতঙ্কের পারদও চড়ছে বঙ্গবাসীর। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এবার খানিকটা আগেভাগেই গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিক গণ্ডি ছাড়াতে শুরু করেছে। কয়েকদিনে একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এবং যা নাকি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ছিল না বলে অনেকেরই অভিমত। এদিকে অসহ্য দাবদাহের সঙ্গেই অসংখ্য জায়গায় পানীয় জলের অভাব দেখা দেওয়ায় এলাকাবাসীর দুর্ভোগ বেড়েছে। অন্যদিকে, শীতঘুম কাটিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিষধর সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে থাকায় গ্রামবাংলায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কালাচ, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি প্রভৃতি বিষধর সাপের উপদ্রবে তটস্থ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা।এই সময় এলাকার মাঠঘাট, পথপ্রান্তর, বাড়িঘর, আনাচকানাচে বিষধর সাপের হরদম আনাগোনা বেড়েছে। ফলে দাবদাহের কষ্টের সঙ্গেই সাপের আতঙ্কও তাড়া করছে অসংখ্য মানুষকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার এলাকার বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সর্প বিশারদ হুম রানা বলেন, গ্রামবাংলার মানুষদের অনেকেই তীব্র গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাতে ঘুমনোর সময় মশারি ব্যবহার করে না। আর ভয়ঙ্কর বিষধর কালাচ বা ডোমনা চিতি সাপ মশা খাওয়ার জন্য এই সময়টাকেই বেছে নিয়ে মানুষের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং তাই অসাবধানতাবশত মানুষের জীবনে মর্মান্তিক অঘটনও ঘটে যায়।কালাচের দংশনের জ্বলন মানুষ বেশ কিছুক্ষণ পরে টের পায়। তাই বেশিরভাগ সময়ই ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। এছাড়া কেউটে, চন্দ্রবোড়া, গোখরো প্রভৃতি বিষধর সাপ দিনের বেলায় গরমের কবল থেকে বাঁচতে এবং খাবার খুঁজতে বেরিয়ে আনাচাকানাচে ঘাপটি মেরে থাকে। তবে, সাপ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে বাড়িতে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে। ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে একটানা তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় গত ২–৩ দিন ধরে তাপমাত্রা যা ছিল তা দেশের মরুরাজ্যকেও হার মানতে হয়। বুধবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি ছাপিয়ে গিয়েছিল। বিগত কয়েকদিন ধরে সকাল থেকেই তাপমাত্রার পারদ চড়তে থাকে। দুপুর নাগাদ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করে। বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগ।, মানকর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বোলপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া প্রভৃতি এলাকার কোথাও কোথাও এই তাপমাত্রা আরও কিছুটা বেশি ছিল বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলা সহ শিলিগুড়িতেও তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের ছিল না। একইসঙ্গে বৃহত্তর মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলায় পথচলতি মানুষকে অস্বস্তিকর গরমে সর্বক্ষণ হাঁসফাঁস করতে হয়েছে। সূর্য মধ্যগগনে যেতে না যেতেই বহু জায়গার রাস্তাঘাট কার্যত শুনসান হয়ে যায়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই কার্যত একই রকম পরিস্থিতির শিকার। বোলপুর থেকে কৃষ্ণদাস ঠাকুর বলেন, অসহ্য গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। তীব্র গরমে আপাদমস্তক ঢেকে বাইরে বেরতে হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে বীরেশ্বর নন্দী বলেন, তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে। শুনেছি এবার নাকি তাপমাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়াবেড়রাঢ়বঙ্গের বুদবুদ থানার অন্তর্গত জঙ্গল ঘেরা জনপদ লবনধর গ্রামের বাসিন্দা তথা পরিবেশ প্রেমী অর্ণব ঘোষ বলেন, তীব্র দাবদাহে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার সকলেই। পূর্ব বর্ধমানের কোঁয়ারপুরের দেবদুলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এদিন দুপুরের আগেই মাঠঘাট সব শুনসান হয়ে যায়। নতুন বছরের শুরুতেই এমন গরমে সকলের খুব কষ্ট হচ্ছে। নদিয়া–পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দাঁইহাট ফেরিঘাটের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা রামেশ্বর সরকার বলেন, দুই জেলার নৌযাত্রীদের ভাগীরথী নদী পারাপারের পর বেশ খানিকটা পথ তীব্র গরমে অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হঁটে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এককথায়, এবারে গ্রীষ্মের শুরুতেই তীব্র দাবদাহে বঙ্গের জীবকূল হাঁপিয়ে উঠছে। তবে, প্রকৃতি মা যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছে তাতে ভরা গ্রীষ্মে এই পারদ চড়তে চড়তে প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রির দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে পারে বলে অনেকেরই আশঙ্কা। আর এই আশঙ্কা যদি সত্য হয় তাহলে সাধারণ বঙ্গবাসীর কষ্টের শেষ থাকবে না।

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## মগরাহাট ১নং ব্লকের ৭২ হাজার টাকা ফেরত গেল

(নিজস্ব সাংবাদিক)

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট ১নং ব্লকের ৭২ হাজার টাকা ফেরৎ যাবার খবর পেলাম। সংশ্লিষ্ট মহলে খবর নিয়ে জানলাম কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলের ফলেই বি.বি.ওর পক্ষে এই বিরাট অঙ্কের টাকা সময় মতো বিলি করা সম্ভব হয়নি। আরো জানা গেল এই ব্লকে টিউবওয়েল বসানো, কৃষি, বীজ, সার, গরু কেনার জন্য সরকারি ঋণ প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠভাবে চলছে না। টাকা ফেরতের সংবাদ জানার পর জনসাধারণের মনে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আমাদের বক্তব্য রাজনীতির যাঁতাকলে পড়ে নিরীহ হতভাগ্য গ্রামবাসীরা আর কতকাল নিষ্পেষিত হবে?

*৭ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২১ শে এপ্রিল ১৯৭৩, ৮ই বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার*

# খোলা হলো জলসত্র

**অমিত মন্ডল :** পথচারীদের পাশে দাঁড়াতে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে প্রতিটি থানায় জলসত্র খোলা হয়েছে। তৃষ্ণার্ত পথচারীদের কথা ভেবে সুন্দরবন পুলিশ জেলার প্রতিটি থানায় জলসত্র খোলা হয়।

বৃহস্পতিবার ফ্রেজারগঞ্জ এর বকখালি পর্যটন কেন্দ্রের বাসস্ট্যান্ডের কাছে ফ্রেজারগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে একটি জলসত্র খোলা হয়। সাধারণ পথচারী থেকে পর্যটক সহ বাস চালকদের জল ও বাতাসা তুলে দেন সাগরের এসডিপিও দীপাঞ্জন চ্যাটার্জী ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি ঋদ্ধি সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

ঘামঝরা অসহ্য এই গরমে বাইরে বেরিয়ে সাধারণ পথচারী থেকে বাস চালকসহ পর্যটকরা এই জলছত্রে এসে জল পান করেন।

# রাতের অন্ধকারে ধাওয়া করে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৪ দুষ্কৃতি



**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সোমবার রাতের অন্ধকারে গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাক্ষ্যাপুরের নগেন দাস পাড়া এলাকায় জনাচারেক দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। সেই সময় এলাকায় টহল দিচ্ছিল গোসাবা থানার পুলিশ। আচমকাই পুলিশ গাড়ির হেড লাইট মোটর সাইকেলের উপর পড়ে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দুটি মোটর সাইকেলে চার দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতে থাকে। রাতের অন্ধকারে এমন পরিস্থিতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি কর্তব্যরত গোসাবা থানার পুলিশ কর্মীদের। মুহূর্তে দুষ্কৃতীদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে পুলিশ। ধরা পড়ে যায় চার দুষ্কৃতি। ধৃতরা হল কালো ওরফে হাসান মোল্লা,সামসুল সরদার,রহিদুল মোল্লা,ভুটকুলে ওরফে সঞ্জয় দাস। ধৃতদের বাড়ি গোসাবা থানার পাঠানখালির বেলতলা ও তেঁতুলতলির ঘোলাপাড়া এলাকায়। ধৃতদের কাছ উদ্ধার হয় ২টি মোটর সাইকেল, ২টি বড় বন্দুক,৭ রাউন্ড কার্তুজ। এছাড়াও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আরো বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি যন্ত্রাংশ। শুধু তাই নয় ধৃতদের থেকে নগদ ৫০,০০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতির দাপাদাপির ঘটনা এলাকায় চাউর হতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত ভোটের আগে শম্ভুনগর এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই তারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় ঢুকছিল এমনই অভিযোগ পুলিশের। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল এবং কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়েও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ।

# পাওনা টাকা চাইতেই আক্রান্ত যুবক, থানায় অভিযোগ দায়ের

**সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং :** পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে ক্যানিং থানার তালদি পঞ্চায়েতের আঁধলা দাসপাড়া এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন কিশোর দাস নামে এক যুবক। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, আঁধলা গ্রামের যুবক রবি দাস। গত প্রায় দুবছর আগে প্রতিবেশী যুবক কিশোর দাসের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন হলেও সেই টাকা শোধ দিচ্ছিলেন না। শনিবার রাতে পাড়ার একটি দোকানে সাক্ষা হয় কিশোরের সঙ্গে। সেই সময় পাওনা টাকা চায়। অভিযোগ এরপর অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে রবি। আরো অভিযোগ তার দুই ভাই রাজা ও রাহুল দাসকে ডেকে নিয়ে আসে। বেধড়ক মারধর করে। মারধরের ফলে ওই যুবকের বাম চোখের নীচে মারাত্মক ক্ষত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যান্য প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। আক্রান্ত যুবককে রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে আক্রান্ত যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা।

# খারাপ ডিজিটাল এক্সরে, দুর্ভোগ রোগীদের

**প্রিয় মুখার্জী :** ডিজিটাল এক্স রে মেশিন খারাপ। অভিযোগ, কয়েক মাস ধরেই মেশিনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন দূর–দূরান্ত থেকে আসা রোগীর পরিবার, পরিজন। তাঁদের অভিযোগ, অনেক সময় প্লেট নেই। বলেও বন্ধ করে দেওয়া হয় পরিষেবা। ফলে ম্যানুয়াল এক্স রে–এর উপর নির্ভর করে থাকতে হয় রোগীদের। এদিকে, এই ম্যানুয়াল এক্স রেও বেশি করতে চান না। দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। ফলে রোগীকে বাইরে বেসরকারি সংস্থার উপরেই ভরসা করতে হয়। এই অবস্থা বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। হাসপাতালের সুপার ডাঃ ধীরাজ রায় বলেন, কয়েকদিন ধরে মেশিনটি খারাপ হয়ে আছে। বিষয়টি স্বাস্থ্যদপ্তরে জানানোও হয়েছে। বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপর শুধু বারুইপুর নয়, সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ, জয়নগর, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর এলাকার মানুষজন নির্ভর করে থাকে। যেমন জয়নগর থেকে এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন দেবব্রত চক্রবর্তী। তাকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। দেবব্রতবাবু বলেন, হাসপাতালে মেডিসিন ও অর্থপেডিক বিভাগের চিকিসক দ্রুত এক্স রে পরীক্ষা করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স রে মেশিন খারাপ। পাশে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ম্যানুয়াল এক্স রে পরিষেবাতে মানুষের দীর্ঘ লাইন। এদিকে, চিকিৎসকদের আউটডোর পরিষেবা দুটোর বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে ৫০০ টাকায় এক্স রে পরীক্ষা করতে হল। একই অভিজ্ঞতা বিষ্ণুপুরের কাজল ঘোষের। তিনি বলেন, প্রায় সময়েই মেশিন খারাপ নতুবা প্লেট নেই বলে বন্ধ থাকে ডিজিটাল এক্স রে। অন্যদিকে, ম্যানুয়াল এক্স রে বিভাগে বেশি ভিড় হলে ওইদিন পরীক্ষা হয় না। অন্যদিন পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হয়। ফলে চিকিসা করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

# দমকল সপ্তাহ পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবারে র‍্যালি করে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তীব্র দাবদাহে পুড়ছে গ্রাম থেকে শহর। এরই মাঝে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ পালন করা হয়। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার দমকল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মিন্টু ঘোষের নেতৃত্বে কপাট হাট মোড় থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা র‍্যালি করে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করেন। আগুন লাগলে কীভাবে বাঁচতে হবে তার মহড়াও করা হয় ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পাশাপাশি এদিনের র‍্যালি থেকে মাইকিং করেও প্রচার করা হয়।

# সাগরে বাঁধ তৈরি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক




**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কিছুদিন আগে পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুরে জনসভায় আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, আর সেই জনসভা থেকেই তিনি সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি জানান নদী বাঁধ এবং স্নান ঘাট তৈরির জন্য ৫৬ কোটি টাকা আসলেও ৫৬ টা ইটও নাকি পড়েনি। অন্যদিকে, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও তার জামাই স্বপন কুমার প্রধান নাকি সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে। পাশাপাশি তিনি জানান, গঙ্গাসাগরসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তাদের সম্পত্তি নাকি বেড়েই চলেছে আর এ নিয়ে ইডি–সিবিআই দিয়ে তদন্তের দাবিও তোলেন তিনি। আর তা নিয়েই এবারে সরব হলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিষ্কারভাবে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে কথা বলেছে তা যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে এই মুহূর্তে মন্ত্রী ও বিধায়কের পথ থেকে সরে যাবেন। রাজ্যের বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগর মেলা যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো লাখো পুণ্যার্থী ভিড় জমায় কপিল মুনির পাদদেশে। বেশ কয়েকটা মৌসুমে গঙ্গাসাগরের মূল সি'ব্রিজ সহ বেশ কিছু এলাকা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নদীগর্ভে চলে গেছে সেই জায়গা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে ট্রেটাপট পদ্ধতিতে আনুমানিক সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে শুরু হয়েছে তার কাজ পাশাপাশি স্নানঘাট ও মেরামত করা হচ্ছে যাতে পুণ্যার্থীরা পূর্ণ স্নান করতে পারেন। আর এ নিয়েই জনসভায় উপস্থিত হয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, তিনি জানায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় নদীবাদের কাজ হলেও ৫৬টি ইটও নাকি পড়েনি সেখানে আর এই বিষয় নিয়ে এবার পাল্টা সড়ব হলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। তিনি জানান, পাইলট প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করতে মোট সাড়ে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেখানে সুকান্তবাবু ৫৬ কোটি টাকা কোথা থেকে পেলেন। পাশাপাশি তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতির উদ্দেশ্যে জানান, তিনি যেন গিয়ে দেখে আসেন সেখানে ৫৬ টা ইট পড়েছে নাকি কাজ এখনো চলছে। পাশাপাশি মন্ত্রী ও তার জামাই সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়েও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী জানান, যদি সুকান্তবাবু এমনটা প্রমাণ করতে পারে তাহলে তাকে হাইকোর্টে যেতে হবে না। মন্ত্রী নিজেই সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সরে আসবেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বিজেপির মিথ্যে কথা বলে মানুষকে অন্য পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন বলে মন্তব্য করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। আর তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এখন নদী বাঁধের কাজকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

# বিজেপির কুৎসার জবাবে পাল্টা সভা তৃণমূলের

**বিল্ল রায় :** সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমা ব্লকের ব্রজবল্লভপুরে বিজেপির এক দলীয়সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভা বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা ও তাঁর জামাই সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার প্রধানের বিরুদ্ধে সভামঞ্চ থেকে এক কুরুচিকর, মনগড়া ভিত্তিহীন মন্তব্য করেন গেরুয়া শিবিরের বিজেপি রাজ্য সভাপতি ড: সুকান্ত মজুমদার।

তারই প্রদিবাদে সাগরের মন্দিরতলা, রুদ্রনগর ও চেমাগুড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এদিন সাগরের মন্দিরতলা বাজার এলাকায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সামির শাহের নির্দেশে ও একাধিক তৃণমূলকর্মী বন্ধুদের সমর্থনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কুশ পুতুল পোড়ানো হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে পায়ে পা মিলিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য মহিতোষ দাস, এমজি–২গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল ও কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

সকলের প্রিয় বলিষ্ঠ নেতা সামির শাহ সভাস্থল থেকে এক বিশেষ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এসে কুৎসা ও মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে বিজেপি নামক সন্ত্রাস সৃষ্টি কারী ওই দল মাঠে নেমে পড়েছে।

আমরাও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরবো। আমাদের প্রিয় জনদরদী নেতা বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা চিরদিন মানুষের পাশে ছিল, থাকবেও। বুদ্ধি দীপ্ত মানুষই এর বিচার করবেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২২ এপ্রিল – ২৮ এপ্রিল, ২০২৩

## জন বিস্ফোরণ

পৃথিবী নামক গ্রহের ভারতবর্ষীয় সীমার মধ্যে জনগণের সংখ্যা আর সমস্ত দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। এটি গৌরবের না অগৌরবের তা সমাজ তাত্ত্বিকতা নানা দৃষ্টিকোণে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। তবে পৃথিবীর যেকোনো দেশ, এমনকী আমেরিকা, প্রতিবেশী চীনকেও টেক্কা দিয়েছে ভারত।

একসময় জনসংখ্যাকে মানব সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এই দেশে। মানব সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার দেশের উন্নয়নের সহায়ক। ভারতের পরিস্থিতি পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে একদা বলা হয়েছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। ভারতবিদ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ একথা বলেছিলেন, আমাদের দেশের মণীষিদের চোখে ভারতের বৈচিত্র্য ঐক্য সাধনে। ভারতের এই বৈচিত্র্যকেই ভেঙে একাধিকবার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, সমুদ্র ও হিমালয় পরিবেষ্টিত ভূ–খণ্ডটি। ভারতীয় সমাজে কালক্রমে বৈদেশিক যত সংস্কৃতি অঙ্গীভূত হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে জনবৈচিত্র্যেও তাই অগ্রহণী হয়েছে ভারত।

পরিসংখ্যানের বিচারে যখন এদেশ ব্রিটিশ আগ্রাসন থেকে মুক্তির সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করছে তকন জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৮০ লাখ। একদা আমেরিকার উদ্দেশ্যে আজাদহিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রশ্ন তুলেছিলেন এই পরিসংখ্যান দিয়ে যে ব্রিটিশ আগ্রাসন এর বিরুদ্ধে আমেরিকা নীরব কেন। ৭৬ বছর পর খণ্ডিত ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ, চীন ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। ভারতের এই জন বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়ে গেছে কিছু প্রশ্ন। ভারতে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন উপায়ে আধার, ভোটার কার্ড সংগ্রহের খবর মাঝে মধ্যেই গণ মাধ্যমে উঠে এসেছে। এছাড়াও চীনের মত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আইনী ভাবনাটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট সাবধানী পদক্ষেপ নিতে চায় বলে জানা যায়। নানা কারণে এদেশে নিঃসন্তান দম্পত্তির পরিসংখ্যান কম নয়। দেশে চাকুরির ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা যথেষ্ট ভাবাচ্ছে ভারত সরকারকে।

এছাড়াও আছে ভোট রাজনীতির নানা অঙ্ক, নানা রসায়ণ যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদান কম নয়। সার্বিক বিচার বিবেচনা করে ভারতের মতো দেশে জন সংখ্যা অবশ্যই একটি সমস্যা হয়ে উঠছে মানব উন্নয়ন পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে। আগামী দশ বছরে জনসংখ্যা যাতে আরো অতিরিক্ত পরিমানে বেড়ে না যায় সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে নিশ্চিতভাবেই দেশে আগের তুলনায় মৃত্যুহার কমেছে। জন্মহার অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে গিয়ে 'বিস্ফোরণ' পর্যায় পৌঁছে গেলে দেশের সমস্ত নাগরিকদের পক্ষে মুখকর হয়ে উঠবে না।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### 'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

'দৈব আমায় এমন কর্ম করাচ্ছেন' এই কথা নেহাৎই ইতরজনের। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তিকে প্রথমে নিত্য–অনিত্য, হেয়–উপাদেয় ইত্যাদি বস্তু সমূহের বিচার সহযোগে বিবেকজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হতে হয়। বিহিত কর্ম কখনও বিপরীত ফলদায়ী হতে পারে না। অবশ্য পুরুষকারের তারতব্যে ফলের তারতম্য হয়ে থাকে। কিন্তু হিসঙ্গ সহযোগে সদাচার এবং শাস্ত্র বিহিত কর্মি সম্পাদনে সচেষ্ট হলে সুফল নিশ্চিত। হরিশ্চন্দ্র প্রভৃত মহাজন নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পুরুষকারে প্রভাবে মহান হয়েছেন। অলস ও অজ্ঞানী জনেরাই বিষয় সমূহকে 'দৈব–নির্ভর' মনে করে নিজদের জীবন নিজেরাই ব্যর্থ করে। এই সময়ে সন্ধ্যা নেমে এলে বশিষ্ঠসহ উপস্থিত সকলে পারস্পরিক প্রণাম জ্ঞাপন করে বিদায় নিলেন। পরদিন সকলে আবার সভায় উপস্থিত হলেন।

স্পন্দন তিন প্রকারের সংবিৎ, মন এবং ইন্দ্রিয় এই তিন ধরনের স্পন্দন প্রকাশের নাম পুরুষার্থ। পুরুষার্থের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হয়। পুরুষার্থের সহায়ে দুঃখ–দারিদ্র্য দৈন্য ইত্যাদি শত প্রতিকূলতা জয় করে ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহাজনের দেবরাজ–দেবগুরু–দৈত্যগুরু হয়েছেন। আবার নহুষ রাজার মতো অনেকেই বৈভবশালী হওয়া সত্ত্বেও দুষ্ট পৌরুষবশে গভীর দুঃখে নিপাতিত হয়েছে। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। গুরুগণ এই উপদেশ করেন, 'যা সত্য, যা মঙ্গলকর সযত্নে তার নিরন্তর অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।' অজ্ঞতা বশতঃ যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তার নিবৃত্তিতে অসীম আনন্দ লাভ করা যায়, পণ্ডিতেরা এই বৈষম্যনিবৃত্তিকে পরমার্থ বলেন। হে রাম, সেই পরমার্থ গ্রহণে তুমি উদ্যোগী হও, যত্নবান হও।

রাম বললেন, সাধো! পুর্বসঞ্চিত কর্ম যদি 'দৈব' হয়, তবে এখন আপনি 'দৈব নেই' এই কথা বলছেন কেন? বশিষ্ঠ বললেন, মনের পরিপোক্ত বাসনাই কর্ম, বাসনাই মন, মন আবার আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নয়, আত্মা ছাড়া অন্য কিছু যখন নেই, তখন নিছক এক 'দৈবের' স্থান কোথায়?

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

**ভুলে ভরা রেস্টুরেন্ট**

জাপানে একটি রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে এক খাবার অর্ডার দিলে আসে অন্য খাবার। টোকিও শহরে অবস্থিত এই রেস্টুরেন্টের নামটাও অভিনব "Restaurant of mistaken orders"। আসলে এখানে সকল ওয়েটার 'ডিমেনশিয়া' অর্থাৎ ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত। তবুও ভিষণ জনপ্রিয় এই রেস্টুরেন্ট। কারণ এখানে রোগীদের কর্মসংস্থান হয়েছে। আর যারা খাবার অর্ডার দেন তারাও কি খাবার আসবে ভেবে সারপ্রাইজ থাকেন।

It's Knowledge

# দুর্নীতির প্রশ্নে 'জিরো টলারেন্স' লজ্জা বড় বালাই

**নির্মল গোস্বামী**

বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলি খুললেই সরকারি পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের নেতাদের তারস্বরে চিৎকার বঙ্গ জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বোশেখের আগে থেকেই যেমন প্রকৃতি অকৃপন তাপ বর্ষণ করে চলেছে ঠিক তেমনি বহুকাল ধরে বঙ্গ রাজনীতিতে দুর্নীতির সহবস্থান বা সহবাস অপরিহার্য রূপে দেখা দিয়েছে। আর তাই নিয়ে যত যুদ্ধ। সরি, বাক্ যুদ্ধ। তাও বা হয় তো নকল বাক্যযুদ্ধ। নকল বাকযুদ্ধ মানে লোক দেখানো। বা আরো গভীরে গেলে বলতে হয় ভোটার তাতানো বাকযুদ্ধ।

আলোচনা শুনলে মনে হবে সব দলই দুর্নীতির বিরুদ্ধে। কেউই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। সকলেই ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে রাজনীতিতে বিরাজ করতে চায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল সকলেই দুর্নীতির পাকে আবদ্ধ। কেউ বর্তমানে, কেউ অতীতে, কেউ বা ঘটমানকালে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সব থেকে জীবন্ত ইস্যু হল নিয়োগ দুর্নীতিতে শাসক দলের ছোটো,মেজো, বড়ো মাথা সকলেই জড়িয়ে পড়েছে। ইডি, সিবিআইয়ের জালে নিত্য নতুন নেতা, মন্ত্রী এম এলএ'রা ধরা পড়ছে। টিভির সামনে বসে বাঙালির অলস সান্ধ্য যাপনটা বেশ উত্তেজনাময় হয়ে উঠেছে। নিজের পছন্দ মতো দলের নেতারা যখন অকাট্য যুক্তি জাল বিস্তার করে নিজের দলকে দুর্নীতিমুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে তখন দর্শক বাঙালি চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে মুচকি বিজয়ীর হাসি হেসে নেয়ষ

সরকারিদলের নেতারা একটা নতুন থিওরী বা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। সেটা হল যে দল নাকি দুর্নীতির প্রশ্নে জিরো টলারেন্স। এই ইংরেজি শব্দ দুটির অর্থ হল 'শূন্য সহিষ্ণুতা' সাধারণ আমজনতার কথা বাদ দিই। দলের নেতাকর্মীদের ক'জন এই শব্দটি যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে? শূন্য (০) অঙ্কটা বেশ গোলমেলে। শূন্যের নিজস্ব কোনো মান নেই। সাধারণ সংখ্যার আগে বসালে 'মান' থাকে না। কিন্তু সাধারণ বা পূর্ণ সংখ্যার পরে বসালে 'মান' চরচর করে বাড়তে থাকে। আবার ভগ্ন সংখ্যার পরে বসালে মান থাকে না, কিন্তু ভগ্ন সংখ্যার শূন্যের পরে যে সংখ্যা বসে তার মানের তারতম্য ঘটে যায়। ফলে শূন্য সংখ্যাটা যে গোলমেলে তা নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই শূন্য দিয়ে তৃণমূল নেতারা দুর্নীতির খেলায় জিততে চাইছে। শূন্য কোথায় বসবে তার উপর যেমন সংখ্যার মান নির্ভর করে ঠিক তেমনি ভাবে দুর্নীতি কে করেছে তার উপর আবার দলের অবস্থান পাল্টে পাল্টে যায়। পার্থ, মানিক, বীরভূমের বাঘ, কালীঘাটের ইত্যাদি বিভিন্ন জনের বেলায় বিভিন্ন অবস্থান নেয়।

আগে তৃণমূলের টিভি মুখপাত্ররা বলতেন যে দলের দু একজন দুনীর্তি করেছে মানে দল দুর্নীতিগ্রস্ত, একথা বলা যায় না। এতো বড়ো দল কিছু বাজে লোক ধান্দাবাজ লোক ঢুকে পড়ে তারা দলকে বদনাম করতে চাইছে। দল আমাদের আগমার্কা।

যখন মন্ত্রী, এমএলএ'রা ধরা পড়বে তখন বলছে যে দুর্নীতি করবে আইন তার সাজা দেবে। এক্ষেত্রে দল কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। দলের জিরো টলারেন্স। যেমন দল হস্তক্ষেপ করলে পার্থ, মানিক, সুবিরেশরা সব ছাড়া পেয়ে যেত। আসল কথা হল দল বা সরকার যতটা করার করেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তাই এখন দল হস্তক্ষেপ করবে না বলে বাহবা নিতে চাইছে। দল জিরো টলারেন্স হলে সরকারও নিশ্চই জিরো টলারেন্স। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সরকার যে জিরো টলারেন্স তার প্রমাণটা কোথায়? রাজ্য প্রশাসন, রাজ্যের পুলিশ বা সিআইডি বা দুর্নীতি দমন শাখা যদি পার্থের বান্ধবীর ঘরের টাকা ও গহনার সন্ধান করে তাদের জেলে পুরে শাস্তি দিত, তাহলে জনগণ বুঝতে পারত যে এরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। ইডি যখন বমাল ধরছে, যখন জেলে পুরেছে তখন দল পার্থকে মন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভান করছে। আসলে এটা দল বা সরকারের ভাবমূর্তি মেরামতের প্রয়াসমাত্র। যেখানে যুবনেতা থেকে এমএলএ'রা শিক্ষক সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরি বিক্রির এজেন্সি খুলে বসেছিল এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, সেখানে এই সব এজেন্ট নেতাদের একাধিক ফ্ল্যাট, বাংলো, রিসর্ট, চালকল ধান কল, কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে তদন্তে প্রকাশ পাচ্ছে। সেখানে দুর্নীতির প্রশ্নে যে সরকার জিরো টলারেন্স তারা হাত, পা গুটিয়ে বসে ছিল কেন? কটা দুর্নীতি গ্রস্ত নেতাদের ধরে সরকার শাস্তি দিয়েছে? ক্ষতিগ্রস্তরা কেস করলে মাঝ পথে পুলিশ তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তৃণমূল দল বা সরকার যদি দুর্নীতির প্রশ্নে জিরো টলারেন্স হয়। তাহলে যারা দলের নেতাকর্মীদের দুর্নীতি ধরে প্রকাশ করে দিচ্ছে সেই সেন্ট্রাল এজেন্সিদের গালমন্দ করছে কেন? সত্যই যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইত, তাহলে সিবিআই, ইডিকে বাহবা দিত। দলের এমএলএ যদি নির্দোষ হন, তাহলে ফোন, পেন ড্রাইভ পুকুরে ফেলল কেন?কেন উঠতে বসতে মোদী সরকারকে এজেন্সি লেলিয়ে দেবার বদনাম করছে? তোমার প্রশাসন যাদের ধরতে পারেনি তা যদি সিবিআই ধরে দেয় তাকে তো পুরস্কৃত করা দরকার। যখন দিবালোকে নেতাদের কীর্তি প্রকাশ পাচ্ছে তখন বলছে যে দুর্নীতি করেছে তার দায়। এর আগে দুর্নীতিকে মুখ্যমন্ত্রী ছোটোভুল বলে উল্লেখ করতেন। একজনের প্রাপ্য চাকরি টাকার বিনিময়ে অন্যজনকে বিক্রি করাকে ভুল বলেছেন। দুর্নীতি শব্দটাও মুখে আনেন নি। প্রশ্ন হল কেন?

যদি প্রকৃত চাকরি প্রাপকরা রাস্তায় না বসে থাকত। যদি তারা হাইকোর্টে কেস না করত। যদি কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ না দিত তাহলে কোনো কিছুই হত না। সকলেই সাধু জনদরদী নেতা হিসাবে বিরাজ করত। আর দুর্নীতির শিকড় আরো গভীরে গিয়ে শক্ত করে মাটি কামড়ে থাকত। ঝড় ঝাপটায় তা পড়ে যেত না। তখন জিরো টলারেন্স এর তত্ত্বটা আসলে উল্টে যেত। মানে সংখ্যার পরে শূন্যটা বসত। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা দুর্নীতির পত্রে পুষ্পে ফলে পল্লবিত হত।

আসলে সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যেমন বিজড়িত। ঠিক তেমনিভাবে রাজনীতি আর দুর্নীতি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। প্যাঁচে পড়ে প্রকাশ পেলে মানুষ জানতে পারে। তখন নেতারা কে কবে কি দুর্নীতি করেছিল তার ফিরিস্তি দিয়ে বোঝাতে চায় আমরা একা নই। রাজনীতির মঞ্চে কেউ সতী নই। এক দল আর একদলের দুর্নীতির গল্প শোনাল, কিন্তু ক্ষমতা দখলের জন্য তার সঙ্গে জোট বাঁধতে কোনো অসুবিধা নেই। তখন বলে রাজনীতি সম্ভাবনার শিল্প। যেটা উহ্য থাকে তাহল রাজনীতি দুর্নীতির ও শিল্পভূমি। দুর্নীতিকে জল বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে রাজনীতি–ই।

## দেশ দেশান্তরে

### জয় বঙ্গসংস্কৃতি

গত সপ্তাহে আশা ছিল জয় হবেই। তাই হয়েছে ওপার বাংলায়। মৌলবাদীদের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রমনা পার্কের বটমূলে ছায়ানটের ছাতার তলায় জড় হয়েছে বাঙালি। চারুকলা অনুষদে ভিড় জমিয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রায় সামিল হতে। ছোট বড় সকল বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মুক্তির গান। সেজুতি, পার্থপ্রতিম, রেজাউল, খায়রুলদের গলায় বিচ্ছুরিত হয়েছে বাংলার নিজস্ব গান, শোভাযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠেছে বাংলার পুতুল, মুখোশ, পটচিত্র। এরাই বাঙালি, এটাই শাশ্বত বাংলার আন্তর্জাতিক ক্যানভাস। ওপার বাংলায় মৌলবাদীদের মুখের উপর সপাটে জবাব দিয়েছে বাঙালি। তবে এজন্য হাসিনা প্রশাসনও ১০০ভাগ কৃতিত্বের অধিকারি। বাংলাদেশের মত এভাবেই নিজস্ব সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে দেশে দেশে জবাব দিতে হবে মৌলবাদকে। কোনঠাসা করে দিতে হবে চোখরাঙানীদের। তবেই তো বিশ্ব হয়ে উঠবে অমৃতের পুত্রদের প্রকৃত বাসভূমি। জয় বাংলা, সাবাস বাংলাদেশ, সাবাস ওপারের বাঙালি।

### এগিয়ে ভারত

রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকায় জনসংখ্যার নিরিখে চিনকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে এল ভারত। চিনের সঙ্গে ২৯লক্ষের ব্যবধান ঘটিয়ে ভারতের

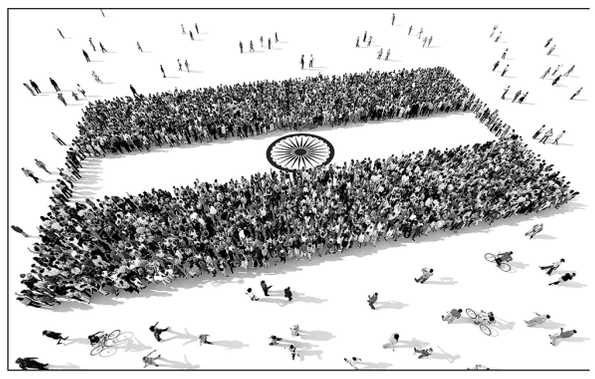

জনসংখ্যা এখন ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। ৩৪কোটি নিয়ে তৃতীয় স্থানে আমেরিকা। শুধু জনসংখ্যা নয় এই সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার হয়ে উঠল ভারত। এমনকী বিশ্বের এই সবচেয়ে বড় জনগণতন্ত্রে যুব সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বৃদ্ধদের পরিমাণ মাত্র ৭ শতাংশ।

তবে এতেও গাত্রজ্বালা চিনের। চিনা বিদেশমন্ত্রকের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন জনসংখ্যা থেকে একটি দেশের লাভ সংখ্যার উপর নির্ভর করে না মানের উপর নির্ভর করে। কথাটা যদিও ঠিক তবুও চিনকে প্রশ্ন করতেই হয় সেই মান কি অত্যাচারের, মানবাধিকার লঙ্ঘনের? কিছুদিন চিনের জনগন দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল, পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব মান মানে স্বাধীনতার আস্বাদের মান। দমন পীড়নের বিষে সে স্বাদ পানসে হলে জনসংখ্যা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতকে তার এই যুব জনসংখ্যার সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। দেশ চালানোর উপযুক্ত পরবর্তী প্রজন্ম হিসাবে তাদের গড়ে তুলতে হবে তবে এই প্রথম হওয়ার সার্থকতা মিলবে। তাই যুব সমাজের জন্য চাই দেশ গঠনের কাজের সুযোগ, সুস্বাস্থ্যে জীবন ধারণের সুযোগ।

**প্রণব গুহ**

# জনগণকে শান্তিতে থাকতে দেব না, তাদের ছুটিয়ে মারব

**সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়**

এক স্বচ্ছল যুবক প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার পথে এক ভিখারীকে পাঁচটাকা করে দান করতেন। অনেক বছর বাদে ওই যুবক সেই ভিখারীকে বললেন, ভাই আজ থেকে আর তোমাকে ভিক্ষে দিতে পারব না।

ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করল– কেন বাবু?

যুবকটি উত্তর করল – সম্প্রতি আমি বিয়ে করেছি। তাই তোমাকে টাকা দিতে পারব না।

অবাক হয়ে ভিক্ষুক বলল– সে কি বাবু! এখন আপনি আমার টাকায় সংসার চালাবেন?

–এটা নিছক একটা মজার চুটকি!

কিন্তু এই মজার চুটকি এখন আমাদের সমগ্র দেশবাসীর জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় সরকার, বর্তমানে আমাদের যে লোভনীয় উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে সবটাই তলে তলে দেশবাসীর পকেট কেটে, দেশবাসীর টাকায় কাজ চালাচ্ছে। অথচ উন্নয়নের গরিমার বাহবা নিচ্ছে – রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। বিচার বিশ্লেষণের জায়গা থেকে দেখলে বলা যায়, সরকার কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয় যে, সে তার পকেট থেকে দেশোদ্ধারে টাকা ঢালবে। পৃথিবীর সব দেশেই জল, কল, হাসপাতাল, রাস্তা, পার্ক বাড়ি, ঘর, বিদ্যুৎ হত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে টাকা ঢালা হয় তার সবটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের কাছ থেকে কর হিসাবে যে টাকা সংগৃহীত হয়, তা দিয়েই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই কর বা অর্থ জনগণের কাছ থেকে উঠে আসবে কীভাবে?জনগণ যদি কাজ পায়, চাকরি পায় তবেই সে পারিশ্রমিক হিসাবে যে মাস মাহিনা পাবে সেই টাকাতেই তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা টাকা করবেন, তার ভোগ সামগ্রী কিনবেন, নিজস্ব বাড়িঘর, চিকিৎসা ইত্যাদিতে ব্যয় করবেন। এইকেনাটাকার মধ্যে থেকেই পরোক্ষ কর সংগৃহীত হয়ে সরকারি কোষাগারে যায়। এছাড়া প্রত্যক্ষভাবে যেমন টোল ট্যাক্স, বাড়ি–জমি কেনার ক্ষেত্রে বা শিল্প–কারখানা গড়ার ক্ষেত্রে কর আদায় করা হয়। এটা ঠিক যে, পৃথিবীর কোনো দেশেই দেশের সমগ্র মানুষকে সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। সবাই১০টা পাঁচটা চাকরি করবে, তেমনটা হয় না। সরকারি চাকরি ছাড়া আর এক প্রকার কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ রোজগার করে থাকে। তার নাম –অনুসারী শিল্প। অর্থাৎ যে শিল্পকে ঘিরে মানুষের রুটি রুজি গড়ে উঠবে। ধরা যাক, একটা হাসপাতাল। এই হাসপাতালকে ঘিরে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি গড়ে উঠবে। আগত রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের জন্য হোটেল তৈরি হবে, যাতায়াতের জন্য অটো রিক্সা–টানা রিক্সার পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি হবে, গড়ে উঠবে সংলগ্ন খাবার–দাবারের দোকান, একাধিক ওষুধের দোকান হত্যাদি। এইভাবে মানুষের হাতে অর্থ আসবে। সেই অর্থে মানুষ ভোগ সামগ্রী কিনবে, পরিবার পরিজন লালন–পালন করবে। সন্তানদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করবে হত্যাদি।

আজ চাকরি নেই, নেই অনুসারী শিল্পের ব্যবস্থা। অথচ মানুষের ঘাড়ে ভয়ঙ্কর করের বোঝা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প, পড়ুয়াদের সাইকেল, বিয়ের জন্য টাকা দেওয়া, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি অত্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজ। বেশ লোভনীয় স্বপ্ন। কিছু এই খাতের টাকা সরকার কোথা থেকে পেল? না দিল চাকরি, না অনুসারী শিল্প! সম্প্রতি বেকার যুবকদের এককালীন টাকা দেওয়া হচ্ছে ব্যবসা বা স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য। ভালো কথা। ঠিক সেই সময় সরকার জমির মূল্যায়ন এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দিল। এই বর্ধিত টাকায় সরকার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এটা ছোট্ট নমুনা। এটার জন্য অমর্ত্য সেনের মতো বা অভীক সরকারের মতো অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের সহজাত একটা বুদ্ধি আছে। যার মাধ্যমে সে লাভ–লোকসান, ক্ষয়–ক্ষতি, সুখ–দুঃখ, ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। তাই মোদ্দা কথা আমাদের আগে

## রাজনীতির পটে

অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করে দিন, তারপর না হয় শোষণ করবেন।

সরকার কোনো রাজনৈতিক দল চালায় না (রাজনৈতিক দল যতই বলুক)। কারণ রাজনৈতিক নেতারা সেই অর্থে অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, বা কোনো বিশেষজ্ঞও নন। তাদের পরিচালনা করে, আইএএস, আইপিএস, নামকরা অর্থনীতিবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ইত্যাদি ব্যক্তিরা। এদের মস্তিষ্ক প্রসূত নতুন থিওরি হচ্ছে, বেকার যুবক বা কর্মহীন মানুষেরা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, কেউ যাতে দাবি দাওয়া না করেন, বিপ্লব যাতে সংগঠিত হতে না পারে। তাই আধার কাড– প্যান কার্ড লিঙ্ক, ১০০০ টাকা দাও, তুমি আদৌ এই দেশের বাসিন্দা কিনা প্রমাণ কর, রেশন কার্ড আনো, নামের বানানে ভুল, – সুতরাং আপনি রামবাবু নন, এইভাবে আপনি এখন জর্জরিত থাকবেন। যাতে আপনার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষের সুখ শান্তির কোটায় শুধুই শূন্যতা। সারা পৃথিবীতে গত দুই দশকে সুখী মানুষের একটা তালিকা তৈরির চেষ্টা করেছেন সমাজবিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদরা। শুরুটা হয়েছিল ভুটান দেশ থেকে। পরবর্তী সময়ে জাপান, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডে ও সুখী মানুষের দপ্তর বলে একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয়। এই দপ্তরের মানুষের কাজ হচ্ছে দেশের কতজন মানুষ সুখী? বা আদৌ সুখী কিনা তার গণনা করা। এবং তাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের কোনো মন্ত্রণালয় নেই। ২০২৩ সালের সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেশ রিপোর্ট অনুসারে ভারতের স্থান ১২৬ তম। পৃথিবীর প্রথম ১০টি দেশ হচ্ছে নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, সুইডেন, নরওয়ে, ইসরায়েল, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ডস, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড। সুতরাং সুখী রাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবাংলার কোনো স্থান নেই।

বিচার বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলে বলা যায়, যখন সারা দেশে কোটি কোটি বেকার, কর্মসংস্থান তলানিতে তখন উৎপাদনহীন বিষয়গুলিতে ভারত সরকার সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে। যেমন বোমারু বিমান কেনার জন্য ভারত সরকার ব্যয় করেছে ৫৬ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া এই বিমান, পরিবহণ বা উৎপাদন কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো কাজেই লাগে না। তার ওপর সারা দেশে আর্থিক দুর্নীতি ভয়ংকরভাবে সঙ্কট ডেকে এনেছে। ২০২২ সালে পরিসংখ্যানে জানা যায় সারা দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলার স্থান–অষ্টম। সুতরাং সার্বিক বিচারে বলা যায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে হাহাকার। অনাসৃষ্টি মানুষের এই বিক্ষোভ থেকে সরকার বাঁচবে কীভাবে? সরকার পরিচালনায় যাঁরা আছেন, তারা হার্ভাড বিশবিদ্যালয়, ওয়াশিংটন বিশবিদ্যালয়ের ডক্টরেট করা মাথাওয়ালা লোকজন। তাদের মূল মন্ত্র এবং পরামর্শ হচ্ছে– জনগণকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া যাবে না। তাহলেই মানুষ চাকরি চাইবে, দাবি দাওয়া করবে। তাই জনগণকে ছুটিয়ে মারো। খালি দৌড় করাও.... দৌড় করাও.... দৌড় করাও। সমস্ত মানুষকে অশান্তিতে রাখো। এটাই একমাত্র সমাধান।

# জল জীবন মিশন

প্রথম পাতার পর

এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কুয়ো থেকে ঘোলাটে জল উঠছে অভিযোগ গ্রামের বাসিন্দাদের। গৃহবধূ আশা মাহারা বলে, পুকুর গড়েতে জল নেই কুয়োতেও জল নেই। মাটির ঘরে বাস করছি আগুন লেগে গেলে নেভানোর জল পর্যন্ত নেই। রাস্তা খুড়ে পাইপ বসিয়েছে জল নেই। কুতুরা গ্রাম থেকে জল আনতে হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্য বলাই ঘোষ মরে যাওয়ার পর থেকে মেম্বার নেই। শিখা মাহারা বলে, জল নাই খেতে পারছি না। কুতুরা গ্রাম থেকে জল আনছি। পঞ্চায়েত জল দেবো বলেছে। প্রতিবছর গরমে এইরকম হয়।

# পরিবেশ দূষণ অব্যাহত

প্রথম পাতার পর

এপ্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)–এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, ‘রাজ্য বড় জুটমিল বা কম্পোজিট জুটমিল রয়েছে ৫২টি। এরমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ২০টি। তারমধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে গৌরীপুর জুটমিল। আরও দুটো এখন ক্লোজ বা বন্ধ আছে। হুগলি জেলায় রয়েছে ১০টি। এরমধ্যে নামকরা কালোরিয়া জুটমিলটি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর দুটো আপাতত বন্ধ (তাও অনেকদিন ধরেই) কলকাতায় ৩টি। তারমধ্যে একটি বন্ধ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭টি। তারমধ্যে একটি ক্লোজার। বর্ধমানে একটা শক্তিগড় জুটমিল। আর ৫টি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল জুটমিল কর্পোরেশন (এনজেএমসি)। এই পাঁচটাই বর্তমানে বন্ধ। এই মিলিয়ে ৫২টি। আরও প্রায় ২০টি জুটমিল আছে। এগুলিকে নন কম্পোজিট জুট মিল বলে। রাজ্যের কম্পোজিট ও নন কম্পোজিট সমস্ত জুটমিল মিলিয়ে মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। তারমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার জুটমিল শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আশি হাজার। সমস্যা হল সরকারের নীতি–নির্ধারণ নিয়ে। পাটশিল্প এমন একটা শিল্প, যা পুনরুৎপাদন করা সম্ভব। যা কখনোই শেষ হবেনা। শুধু তাই নয়, এই শিল্প পরিবেশ বান্ধব। একারণে জুট শিল্পকে রক্ষা করা সরকারের নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হল, সরকার পাট জাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে সিন্থেটিক অর্থাৎ বিভিন্ন মিশ্রণজাত কৃত্রিম প্যাকেজিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যা পচনশীলতো নয়, বরং মাটির পক্ষে দূষণ সৃষ্টিকারী। কিন্তু যদি প্রায় আড়াই লাখ চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ লাখ পাটচাষিদের সংযুক্ত করে নীতি নির্ধারণ করা হত, তাহলে তা হত জুটশিল্পের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু সরকার তা না করায় কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত পাট গুদামজাত করে কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি করছে অন্যায়ভাবে মুনাফা লোটার জন্য। তাই চটকল শ্রমিক আর পাটচাষিরা এহেন লোকসানের শিকার। পাশাপাশি আমাদের দেশে সিন্থেটিক লবিটা শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক দূষণ অবশ্যম্ভাবী জেনেও সিন্থেটিকজাত দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আর সরকার ভোট কেনার জন্যে কিছু অনুদান দিয়ে উপর উপর প্রলেপ লাগিয়ে দায় সারছে। স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটছে না। একারণে ব্রিটিশ আমল থেকে শতাব্দী প্রাচীন ও ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম এই পাটশিল্প আজ সরকারি উদাসীনতায় মৃত্যুপথে।

বেঙ্গল জুট মিল ওয়াকার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক অমল সেন বলেন, ‘আজকে জুটমিলগুলোর এই বেহাল অবস্থা কারণ হল, বড় মালিকগুলো ছোট মালিকদের গিলে খাচ্ছে। অর্থাৎ মনোপলি ডেভেলপ করেছে। তারা পুরো একচেটিয়া বাজার দখল করতে চাইছে। জুট বা পাট হল ন্যাচারাল ফাইবার অর্থাৎ প্রাকৃতিকতন্তু। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি উদাসীনতায় জুটমিল ও চটকল শ্রমিকগণ আজ দুর্দশাগ্রস্থ।’

উত্তর ২৪ পরগনার বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী তথা শিক্ষক অরিন্দম দে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘জুট মানে তো পাটের যে আঁশ বা ছাল। দীর্ঘ সময় পাট চাষের মাধ্যমে পাটগাছ গাছের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তার পাতাকে শাক্ত হিসাবে খাদ্য তালিকায় রেখে গ্রাম বাংলায় স্বাস্থ্যকর রেসিপি বানানো হয়। অন্যদিকে, তার কাঠি যেমন জ্বালানির প্রয়োজন মেটায়, তেমনই ছালকে নানা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিষ্কার করে নানা ধরনের সামগ্রীতে ব্যবহারযোগ্য উপাদান হিসাবে নির্মিত হয়ে থাকে। আজ চটের বস্তা, চটের ব্যাগ সহ আরও বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে চটের ব্যবহার কমে যাওয়ায় আমাদের পরিবেশকে গ্রাস করতে এগিয়ে এসেছে প্লাস্টিক দৈত্য। সর্বগ্রাসী এই প্লাস্টিক কেড়ে নিচ্ছে আমাদের এই একমাত্র মনুষ্য বাসযোগ্য গ্রহ পৃথিবীতে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার। পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী তৈরিতে পাটের ব্যবহার আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে এনে পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ করনে। পাশাপাশি চটকলগুলিকে পুনরায় চালু করার মধ্যে দিয়ে বহু কর্মসংস্থানের দিশা তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। একসময় এই পাট উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথমস্থানে ছিল। বহু বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যম ছিল এই পাট। এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতার প্রশ্নে বলতে হয়, কোনো সরকারই আজ পর্যন্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে কুম্ভীরাশ্রু ঝরালেও আন্তরিক নজর দেয়নি। পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার প্রথমে এসব বিষয়ে উদ্যোগ দেখালেও পরবর্তীতে তাদের উদাসীনতার কারণেই এইসব চটকলগুলি বন্ধ হয়েছে। বর্তমান সরকারও এই বিষয়ে নজরদারিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং পরিবেস রক্ষা নিয়ে যতই মিটিং, মিছিল হোক না কেন, সরকারের উদ্যোগহীনতায় তার বাস্তবায়ণ সম্ভব নয়।’

# ধুঁকছে গ্রন্থাগার পরিষেবা

প্রথম পাতার পর

প্রতিটি গ্রন্থাগারে ক্যারিয়ারের জন্য ভালো ভালো বই আছে, কিন্তু সেখানে পাঠক কমছে। কারণ শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীরা হতাশ, কারণ সরকারি চাকরির তো কোনো বিজ্ঞাপনই নেই। এই সমস্ত তথ্য বা অভিযোগ সেগুলি সম্পর্কে জানার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থ আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃহস্পতিবার অফিস টাইমে ফোন করেছিলাম। দপ্তরের এক কর্মী জানান, উনি ছুটিতে আছেন। ওনার মোবাইল ফোনে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সম্ভব হয়নি। তারপর গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বিকাশ ভবনের দুটি ল্যান্ড লাইনে চেষ্টা করা হয় ফোন বেজে যায়, কেউ ফোন ধরেন নি। গুগলস সার্চ করে মন্ত্রীর দুটি মোবাইল নম্বরে ফোন করলে একটিতে বলা হয় এটি বৈধ নয়, অন্যটিতে একজন বলেন, এটা ওনার ফোন নয়। শেষমেশ জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখের সঙ্গে কথা বলি, উনি সব শুনে বলেন, ‘আমি তো এত কিছু জানি না, তবে বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

# ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

গত বুধবার সম্পাদকের দুমাস ধরে জনসংযোগ কর্মসূচির যে ঘোষণা তৃণমূল করেছে তা বিশ্লেষকদের মতকেই সমর্থন করছে। এই কর্মসূচি শেষ হতে জুন পেরিয়ে যাবে। তখন
বর্ষার মরশুম। এরপর পুজো। পুজো পেরিয়ে নভেম্বর ডিসেম্বরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা কম, কারণ তখন জেলায় জেলায় লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। আর তার মধ্যে তদন্তের ঝ।ে যদি রাজনীতির আবহাওয়া বদলে যায় তাহলে তো কথাই নেই। তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাবনা আপাতত ভুলে থাকাই ভালো।

# সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

## ঘরে বসে মধু সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

### মৌলের সংখ্যাবাড়ল সুন্দরবনে

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় :** সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে মধু ভাঙতে গিয়ে কিংবা মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে প্রতি বছরই মৃত্যু ঘটে বহু মানুষের। আর তাই এই মৃত্যু মিছিল আটকাতে ও ঘরে বসে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এবারে এগিয়ে এলো জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।সুন্দরবনের নদী–

খাঁড়িতে মাছ–কাঁকড়া ধরে, মধু ভেঙে জীবিকা নির্বাহ করেন বহু মানুষ। তবে তাঁদের মাছ ধরার এলাকা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। জঙ্গলের গভীরে বা ‘কোর’ এলাকায় মাছ ধরতে বা অন্য কোনও কারণে ঢোকা নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, বেশি মাছ কাঁকড়ার লোভে অনেক মৎস্য জীবীই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছেন। গত কয়েক বছরে ‘কোর’ এলাকায় ঢুকে বাঘের হামলার মুখে পড়ে প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে।আর এবার সেই কারণে এগিয়ে এসেছে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী প্রবীর কুমার গঁড়াই জানান, যেভাবে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৌলেরা যায় বিপদ থাকলেও তাদের কিছু করার থাকে না। তাই তাঁরা জীবন হাতে নিয়ে মধু সংগ্রহ করে। বাঘেদের কোর এরিয়ায় ঢুকে পড়ার কারণে প্রচুর মৌলেরা মারা যায় যার কারণে নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সুন্দরবনের মৌলেদের নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষন শিবির করে। সেখানে তাদেরকে গভীর জঙ্গলে না গিয়ে ঘরে বসে কিভাবে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করে, বিক্রি করে ঘরে বসে বেশি টাকা আয় করা যায় সেই তথ্য তুলে ধরলেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞানে কেন্দ্রের একাধিক বিজ্ঞানীরা। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাস মধু সংগ্রহ করা হয় সুন্দরবনের জঙ্গল থেকেযেখানে তাদের বৈধ পাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় যে জঙ্গলের বাঘ থাকে না সেই সমস্ত জঙ্গলে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়, বন দপ্তরের নিরাপত্তা দিয়ে সেখানে তাঁরা মৌমাছির বাক্স বসিয়ে গরান গেঁওয়া, বকশি ইত্যাদি গাছে প্রচুর মৌমাছি মৌচাক করার সহায়তা করে। এই তিন মাস সেখান থেকে তাঁরা মধু সংগ্রহ করে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করে। তাঁরা বাক্স বসিয়ে এই মৌমাছি চাষ করে মধু সংগ্রহ করে। প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন হয়। তাই বাড়িতে জামরুল থেকে লিচু, পেয়ারা,সরষে সহ বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের কাছে বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ করে তাঁরা সেখান থেকে কয়েক হাজার টাকা আয় করতে পারে মাসে মাসে।আর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা চান সুন্দরবনের মৌলে সহ মৎস্যজীবিরা জঙ্গলে না গিয়ে এইভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর হোক।

সুন্দরবনের মৌলে দের পাশে এগিয়ে এলো রাজ্য সরকার। বাড়িয়ে দেওয়া হলো মধু কেনার মূল্য সুন্দরবনে। এবছরে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে মৌলেদের সংখ্যা বাড়লো।এ বছর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে মধু সংগ্রহের কাজ।সুন্দরবনের সজনেখালি ও বসিরহাট দু'টি রেঞ্জের অন্তর্গত বনাঞ্চলে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাই রওনা দিয়েছেন মৌলেরা। এ বার সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত মধুর জন্য বাড়তি দাম দেওয়া হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিল বন দফতর।আর তাই বেশি সংখ্যক মৌলে এবার মধু সংগ্রহে গেল।এ বছর মধু বেশি হওয়ার চান্স থাকায় বেশি সংখ্যক মৌলে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে গেল।আর এ বার অনেক বেশি মধু মিলবে বলে আশাবাদী বন দফতর।বন দফতর সূএে জানা গেল, এবারে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় ৭৫টি দল মধু সংগ্রহ গেছে। ৫৭৬ জন মৌলে আগামী একমাস ধরে দু'দফায় সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করবেন। সেই মধু তাঁরা বিক্রি করবে বন দফতরের কাছে। গত বছর ৪৩টি দলে প্রায় ৩০০ জন মৌলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ছিলেন। এ বার মধুর দাম বেশ কিছুটা বাড়িয়েছে বন দফতর। গত বছর কেজি প্রতি ১৮০ টাকা করে দাম পেয়েছিল মৌলেরা। এর সঙ্গে ২০ টাকা বাড়তি দেওয়া হয়েছিলো মধু সংগ্রহের পারিশ্রমিক হিসেবে। এবারে বন দফতর সূত্রে জানা গেল, চলতি বছর থেকে গুণমান বিচার করে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সংগৃহীত মধু। মধুতে ২৩ শতাংশের বেশি জল থাকলে সেই মধু বন দফতর কেজি প্রতি ২২৫ টাকা করে দাম দেবে। অন্য দিকে, ২৩ শতাংশের কম জল থাকলে সেই মধুর দাম কেজি প্রতি ২৫০ টাকা করে পাবেন মৌলেরা। পাশাপাশি, প্রতি কেজিতে এ বারও ২০ টাকা করে পারিশ্রমিক পাবেন তাঁরা। সুন্দরবনের মধুর চাহিদা গত দু'তিন বছরে যথেষ্ট বেড়েছে। মৌলেরা যে ভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করেন, তাতে এই বাড়তি দাম তাঁদের আরও উৎসাহিত করবে বলেই দাবি বন দফতরের। গত বছর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকা থেকে ১২ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ করেছিলেন মৌলেরা। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, গত বছরের তুলনায় এ বার প্রায় দ্বিগুন সংখ্যক মৌলে মধু সংগ্রহে গিয়েছেন। তাই আমরা আশা করছি ১৬ থেকে ২০ মেট্রিক টন মধু মিলবে এবছর। কুলতলির দেউলবাড়ির বাসিন্দা অনাদি হালদার ও ভাষা গুড়গুড়িয়ার লুৎফর মোল্লা বলেন, গত দু–তিন প্রাকৃতিক দূর্যোগ কম হওয়ায় এ বছর বেশি মৌচাক আমরা পেতে পারি। আমাদের সংগৃহিত মধুর দাম বন দফতর কিছুটা এবছর বাড়ানোয় আমরা খুশি। আমাদের মতন মানুষের পাশে থেকে কাজ করে সবসময় এপিডিআরের মতন সংগঠন। সুন্দরবনের মানুষের নায্য দাবিকে তুলে আনে তারা। এপিডিআরের উদ্যোগে গত বছর মধুর দাম বাড়ানোর দাবিতে বন দফতরে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছিল।এ ব্যাপারে এপিডিআরের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের খেটে খাওয়া মানুষ দের নায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা লড়াই করি।মধুর দাম বাড়ানোর দাবিতে আমরা বন দফতরে ডেপুটেশন ও দিয়েছিলাম।বন দফতর আমাদের দাবি মেনে সুন্দরবনের মৌলেদের সংগ্রহিত মধুর দাম বাড়ানোয় আমরা খুশি।এ বছর মৌলেদের নিরাপত্তার জন্য 'অপারেশন গোল্ডেন হানি' নামক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বন দফতরের উদ্যোগে। এর মাধ্যমে মৌলেরা সুন্দরবনের যে এলাকায় মধু সংগ্রহ করবেন, বন দফতরের একটি টহলদারি দলও সেখানে থাকবে। মৌলেরা সমস্যায় পড়লে, টহলদারি দল দ্রুত পৌঁছে তাদের সাহায্য করবে।তাছাড়া মৌলেদের জন্য মাথা–পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা বিমার ব্যবস্থাও করেছে বন দফতর।সব মিলিয়ে সুন্দরবনের মৌলেদের পাশে রাজ্য বন দফতর।

# মথুরাপুরে শস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবন দুগ্ধ ও প্রাণী সম্পদ উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেড (সুন্দরিনী) আযোজেনে সুন্দরিণী শস্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার মথুরাপুর কৃষক বাজারে। এদিন গ্রাম সচেতন শিবির সুন্দরীনি কৃষাণীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান এবং সুন্দরীনি শস্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো এই উপলক্ষে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিধায়ক অলক জলদাতা সহ সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক, মথুরাপুর ১ ও ২ নং বিডিও সহ অন্যান্যরা।

# কৃষকদেরকে সতর্ক করল মহকুমা কৃষি দপ্তর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রচন্ড দাবদাহ চলছে। ইতিমধ্যে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষ পেয়েই কৃষকদেরকে সতর্ক করল মহকুমা কৃষি দপ্তর।

উল্লেখ্য ক্যানিং ১,২ ,বাসন্তী, গোসাবা এই ৪টি ব্লক নিয়ে ক্যানিং মহকুমা গঠিত। মহকুমা এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে খরিফ মরশুমে ধান,সবজি, ল,বাদাম,ডাল,পান,কলা,পেঁপে ও আখ চাষ করেছেন এলাকার কৃষকরা। ফসলও ভালোই হয়েছে।যে কোন মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় কিংবা নিম্নচাপের জেরে প্রবল বর্ষণ। সেক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কৃষকদের যাতে করে ক্ষতির সম্মূখীন হতে না হয় তারজন্য মহকুমা কৃষি আধিকারীকের দপ্তর থেকে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে কৃষকদেরকে। পাশাপাশি মাঠের ফসল যাতে করে নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে পারেন তারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# ইস্তফার পথে কাউন্সিলর ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার ভোর পাঁচটা পনেরো নাগাদ শিক্ষক নিযোগে দুর্নীতি মামলায় বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তার রেশ কাটতে না কাটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক পোস্ট করলেন সিউড়ি শহর তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ আব্দুল সফি। সোমবার সকালে সিউড়ি শহর তৃণমূল সভাপতি দশনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ আব্দুল সফি ফেসবুকে লেখেন হয়তো এবার অবসরের পালা। মহম্মদ আব্দুল সফি বলেন, পৌরসভার জলবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং মেইনটেনেন্স ঠিকাদাররা দশনং ওয়ার্ডের জল নিয়ে অন্তর্ঘাত শুরু করে। তাদের নিয়ে ভিজিট করি। এলাকায় জল কমতে থাকে। চেয়ারম্যানকে জানাই তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলেন। ফোন করলে জল পায় ফোন না করলে জল পায় না ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশ। বোর্ড অব কাউন্সিলর বা বিওসি থেকে এরা কত প্রভাবশালী – এতেই বোঝা যাচ্ছে। একসপ্তাহ দেখবো জল না হলে মানুষের স্বার্থে পদত্যাগ করবো। অমিত শাহের থেকে রবিবার ফিরহাদ হাকিমের সভায় বেশি লোক হয়েছিল। তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, অনভিপ্রেত ঘটনা সংবাদমাধ্যমকে আসা উচিত নয়। উনি সিউড়ি শহর সভাপতি আরো দায়িত্বপূর্ণভাবে মন্তব্য করা উচিত। বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, এটা গেমিক। ২০২২ সালে সিউড়ি পৌরসভা নির্বাচন হতে দেয় নি তৃণমূল। এরা কেউ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান অপদার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছয় কোটি কেন ছয়শো কোটি টাকা দিলেও এরা জল করতে পারবে না।

# কয়লাখনি বাতিলের দাবিতে স্মারকলিপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সর্বভারতীয় আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মীঞ্জহি পারগনা মহল রাজ্য কমিটির ডাকে বীরভূম জেলা শাখার সহযোগিতায় ডেউচা পাঁচামী প্রস্তাবিত কয়লাখনি বাতিল করতে হবে সহ পাঁচ দফা দাবিতে মঙ্গলবার জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিলো। সুশীল মুর্মু বলে, আমাদের পূর্বপুরুষ ওখানে থাকতো ওটা ধরে থাকতে চাই। গ্রামসভা ছাড়া আমরা কাউকে মানি না। এই সরকারকে মানি না। পড়াশোনা করে চাকরি চাই না। বিশু হাঁসদা বলে, এলাকার নব্বই শতাংশ মানুষ কয়লাখনি চাই না। রাজ্য কমিটির প্রধান রবীন্দ্রনাথ মুর্মু বলে, ক্রাশার খাদানের সমস্যা তুলে ধরলাম। দূষণ বাড়ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

# বিষ্ণুপুরে বিজেপির প্রবাস যোজনা বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে গত ১৯ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জয়রামপুরের সোনঝুরিতে প্রবাস যোজনা বৈঠক হল। সাতগাছিয়া, বজবজ, ফলতা ব্লকের বিজেপির নেতা নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার, রাজ্য কমিটির সদস্য নীতিশ মণ্ডল, জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, লোকসভার কনভেনর দেবাংশু পান্ডা ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। মূলত নেতৃত্বরা বলেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংগঠন মজবুত করতে হবে। বুথ স্বশস্তিকরণ করতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সব আসনে লড়তে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে।

# পৈশাচিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবিতে সরব নেটিজেনরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** একাধিক নরমুণ্ড আর সদ্য মৃত শিশুর বিকৃত দেহাংশ নিয়ে প্রকাশ্যে নৃত্য। আর এই ধর্মীয় উন্মাদনা সোসাহে উপভোগ করার জন্য হাজারো মানুষের সমাবেশ। সবমিলিয়ে যেন নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের এক টুকরো কোলাজ। এ কোনও পৌরাণিক আখ্যান কিংবা আদিম হিংস্র সভ্যতার গল্প কথা নয়। এই একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্য সমাজের বুকে আজও বাস্তব এমনই ঘটনা শিহরণ জাগায়। এতদিন সভ্যসমাজের যাঁরা কোনও পৈশাচিক– নৃশংস কর্মকাণ্ডের উদাহরণ টেনে আনতে গিয়ে কথায় কথায় কোনও কোনও অনুন্নত হতদরিদ্র দেশের নাম তুলে গালমন্দ করতেন এবার বোধ হয় তাঁদের সেই তালিকায় এই বাংলার নামটাও ঢুকে প।বে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী গাজন উসবে ধর্মাচরণের নামে এখনও যেভাবে প্রকাশ্যে নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হল তাতে আর যাই হোক এটা সভ্য সমাজের বুকে শুধু বেমানানই নয় অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং লজ্জাজনকও। যদিও কিছুটা দেরিতে হলেও এই সমাজেরই একাংশের এবার ঘুম ভেঙেছে। তাঁরা মানবসমাজের একাংশের ধর্মাচরণের নামে নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, দাবি তুলেছেন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপেরও। সম্প্রতি যেমনটা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কুড়মুন গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গাজন উসবে এক নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বর্ধমান শহরের অনতিদূরে দেওয়ানদিঘি থানার অধীনস্ত কু।মুন গ্রামের গাজন উসব দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজন সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি নানান সঙে সেজে উসবে শামিল হন শত শত

মানুষ। উসবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ–প্রশাসনের পক্ষ থেকেও যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ঐতিহ্যবাহী এই উসবের একটা প্রাচীন রীতিই নাকি নরমুণ্ড নিয়ে উন্মাদনা। আর সেটাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। যার এবারও কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু, এবারের এই উসবে তাল কাটল বিকৃত পচাগলা একাধিক নরমুণ্ডের পাশাপাশি সদ্য মৃত একটি শিশুর দেহাংশ নিয়ে উন্মাদনা। আনুমানিক বছর খানেক বয়সী শিশুটির কোম।রে থেকে নিচের অংশটি বিচ্ছিন্ন ছিল। পচাগলা সেই দেহাংশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দুর্গন্ধ ছ।য়ে প।ছিল চারিপাশে। গাজনে সঙ সাজা একজনকে সেই মৃত শিশুটির উর্ধাংশ দুহাতে তুলে ধরে বিপুল উন্মাদনার সঙ্গে এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে নাচানাচি করতে দেখা গিয়েছিল এবং সেই নারকীয় পৈশাচিক দৃশ্য মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করার নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন উসাহী অনেকেই। বছর শেষে গাজন উসবে শামিল শিশু থেকে শুরু করে অনেকেই এই নারকীয় দৃশ্যে আঁতকে উঠেছিল। সামাজিক মাধ্যমে এই অমানবিক নারকীয় দৃশ্য নানাভাবে ছ।য়ে প।তেই দিকে দিকে তুমুল সমালোচনার ঝ। বইতে থাকে। একসময় ন।চে।ে বসল রাজ্য শিশু অধিকার কমিশন। তাদের নির্দেশ পাওয়ার পরপরই তপরতার সঙ্গে দেওয়ানদিঘি থানা মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তের নেমেছে। এদিকে দিকে দিকে অসংখ্য মানুষ একাধিক সামাজিক মাধ্যমে এবিষয়ে সরব হয়েছেন। তাঁরা কোনওভাবেই ধর্মাচরণের নামে প্রকাশ্যে নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। একইসঙ্গে অবিলম্বে এধরনের নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য প্রশাসনের ইতিবাচক পদক্ষেপ দাবি করেছেন। এখন এটাই দেখার, অদূরভবিষ্যতে ধর্মাচরণের নামে নারকীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে কি না।

# মহানগরে

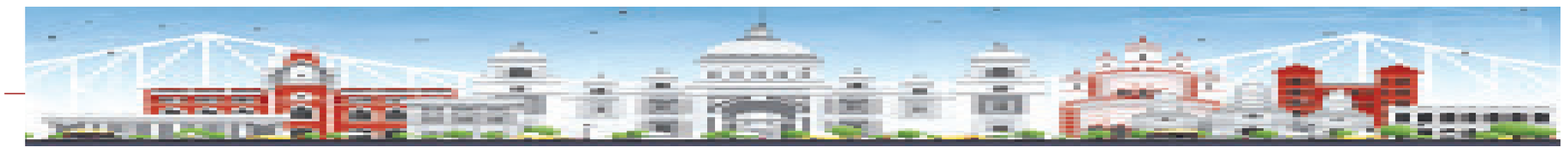

## জোকা–তারাতলা মেট্রো বাড়ল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চার মাস বাদে ১ মে থেকে জোকা–তারাতলা (অজন্তা সিনেমা পর্যন্ত) পার্পেল লাইনে মেট্রোর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হল। ১৯ নভেম্বর জানানো হয়েছে, ১ মে থেকে এক ঘণ্টার পরিবর্তে ৪০ মিনিট অন্তত বেহালা মেট্রো চলবে। ঠিক একই সঙ্গে দুপুর সাড়ে ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত যে সময়টা ওই অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকতো, এবার থেকে তখনও মেট্রো চালানো হবে। এবার ১ মে থেকে রোজ ২৪ টি করে মেট্রো চলাচল করবে। বর্তমানে এই রুটে ১২ টি ট্রেন চলে। তবে আগের মতোই সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল ১০ টা থেকে সন্ধে ৬ পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে। এবং একটি মেট্রোই চলবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেহালা এলাকায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই মেট্রোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেড্ডি এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন।

## ছুটল স্বপ্নের রেল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত বৃহস্পতিবার ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো পরীক্ষামূলক ভাবে চলল যাত্রী নিয়ে। মেট্রো রেলের কর্মী, আধিকারিক, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে পৌঁছাল হাওড়া ময়দান স্টেশনে। ৪.৮ কিমি রুটে চারটি স্টেশন। এস্প্লানেড, মহাকরণ, হাওড়া ও হাওড়া ময়দান। অন্য স্টেশন গুলিতে কাজ চলছে যা এই বছর শেষ হয়ে যাবে। কলকাতাবাসী অপেক্ষা করে আছে এই মেট্রো চড়ার জন্য।

## পৌরসংস্থার রাজস্ব আদায়কারক যন্ত্র নয়

# সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্টের ফলে ব্যবসা হয় শান্তিপূর্ণ

**বরুণ মণ্ডল :** লাইসেন্স দপ্তর থেকে প্রদেয় সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট', কলকাতা পৌরসংস্থার শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়কারক একটি যন্ত্র, এটা ঠিক এমন দপ্তর নয়। এই দপ্তরের মূল উদ্দেশ্য হল, সহজ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিয়মানুগ ভাবে সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' সকল ব্যবসায়ী যাতে হাতে পায় এবং সময় মতো নবীকরণ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা। এর ফলে তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত পদ্ধতিতে চালনা করতে সক্ষম হয়।

তবে বর্তমানে উল্লিখিত বিষয় গুলি মাথায় রেখে চলমান পদ্ধতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে এই সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' পাওয়া ব্যবসায়ীদের কাছে আগের থেকে সহজতর হয়েছে। সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' নেওয়ার সময় বা আগে থেকেই লাইসেন্স, ক্লিনিক্যাল সার্টিফিকেট, পলিউশন সার্টিফিকেট, আর.বি.আই./সেবির ছাড়পত্র প্রভৃতির মতো কিছু সংবিধিবদ্ধ

নথিপত্র জমা দেওয়ার নিয়মের ক্ষেত্রেও শিথিলতা আনা হয়েছে। এখন থেকে সকল ব্যবসায়ীগণ একবারেই নির্ধারিত অর্থ প্রদান করে ১/ ৩/৫ বা ১৫ ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যক বছরের জন্য সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' সংগ্রহ করতে বা পুনর্নবীকরণ করাতে পারবেন। ওয়্যারহাউস, গোডাউন বা আড়ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা এখন ইচ্ছে করলেই আজীবনকালের জন্য বা ২০ বছরের জন্য এক লপ্তে সংকুচিত হওয়া ফি 'এর বিনিময়ে সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' পেতে পারেন, এর ফলে পরবর্তী নবীকরণের প্রয়োজন নিবারিত হয়। প্রসঙ্গত, এটা রাজ্য সরকারের ঘোষণা করা স্বচ্ছ বাণিজ্য নীতি' বিষয়ের ভাবনা অনুসরণ করেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

এদিকে, এখন ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব অফিসে বসেই মসৃণ ভাবে কে.এম.সি. ওয়েব পোর্টালে লগ–ইন করে অনলাইনে প্রকৃত সময়সীমার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' পেতে পারেন এবং এই পদ্ধতিবলে কলকাতা পৌরসংস্থার কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। ব্যবসায়ীদের মানসিক স্বস্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই অনলাইন পদ্ধতিকে আরও সহজ–সরল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, নতুন অনুমোদন করা এবং নবীকৃত সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্টে'র বিনিময়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে প্রায় ৪৯.৪৪ কোটি টাকা আদায় করেছে। এটা ২০২১ – '২২ অর্থবর্ষের তুলনায় ১৩.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে ৫২,১৬২টি বা তারও অধিক নতুন 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাটা ২০২১ – '২২ অর্থবর্ষের সাপেক্ষে ২৪.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষের (২০২৩ – '২৪) সম্পূর্ণ সময়সীমায় মোট উপার্জনের পরিমানকে ৬৪ কোটি টাকায় নিয়ে যাবার লক্ষ্য কলকাতা পৌরসংস্থার লাইসেন্স দপ্তরের রয়েছে। এরই সঙ্গে বর্তমান অর্থবর্ষে লাইসেন্স ফি'এর মাধ্যমে উপার্জন মাত্রা ৭০ কোটি টাকা হবে বলে লাইসেন্স দপ্তর প্রত্যাশা করছে।

# আবার বাড়ছে কোভিড, বাজারে বাজারে শুরু মাস্ক বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এখন কলকাতায় কোভিড আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ৩৮২ জন। যদিও এ সংখ্যাটা হুহু করে বাড়ছে। বুস্টার নেওয়া সত্ত্বেও। এই ৩৮২ জনের মধ্যে ৩২৫ জনের বুস্টার ডোজ নেওয়া আছে। আর ৫৭ জনের বুস্টার ডোজ নেয়নি। কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৭৫ দিন ধরে সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে কোভিড টিকা দেওয়া সত্ত্বেও এরা আগ্রহ দেখাননি।কোভিড সংক্রমণ রোধে ১৯ এপ্রিল কলকাতা পৌরসংস্থার কোভিড নাইন্টিন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এই মুহূর্তে কলকাতা পৌরসংস্থার ৮৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি পারমিতা চট্টোপাধ্যায় কোভিড আক্রান্ত। ডেপুটি চিফ মেডিক্যাল হেল্‌থ অফিসার রণিতা সেনগুপ্ত কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ। দু'জনেরই বুস্টার ডোজ নেওয়া আছে। এই ৩৮২ জনের মধ্যে ৮১ জনের জ্বর সর্দিকাশির মতো

উপসর্গ আছে। এদের সর্বক্ষণ ডাবল সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। আর বাকি ৩০১ জন কোভিড নাইন্টিন রোগীর কোনো উপসর্গ নেই। কলকাতা পৌরসংস্থার চিন্তা বাড়িয়েছে কোভিডের নতুন এই ধরন। যাঁদের উপসর্গ নেই, তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এঁদের ড্রপলেটের মাধ্যমেই দ্রুত ছড়াচ্ছে কোভিড নাইন্টিন। স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ এদিন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ২০ এপ্রিল থেকে প্রতিটি বাজারে কোভিড নিয়ন্ত্রণের প্রচার চালাতে হবে। দোকানদার তো বটেই, ক্রেতাদের মধ্যেও মাস্ক বিলিবন্টন করা হবে। মানতে হবে শারীরিক দূরত্ব। এখন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতিটি বরোতে চলছে কোভিড টেস্ট। কিন্তু ভ্যাকসিন নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আর এই মুহূর্তে কলকাতা পৌরসংস্থার ভাঁড়ারে কেনও ভ্যাকসিন নেই। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বুস্টার ডোজ ফেলে দিতে হচ্ছে। নতুন ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত কোনো বুস্টার ডোজ দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, যাঁরা রেলে অথবা প্লেনে চড়ে অন্য রাজ্য থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় প্রবেশ করবেন, তাদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব রেলের ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের।

# লেন্স বার্তা

**জলকষ্ট :** কলকাতা পৌরসংস্থার বেহালা পশ্চিমের ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে শকুন্তলা পার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশন চালু হল, তাসত্ত্বেও ওয়ার্ডস্থিত শিবরামপুর জয়শ্রী পার্কের বাড়িতে বাড়িতে টাইমে আসা কলগুলিতে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। আবার কোথাও এই প্রচন্ড দাবদাহে জলের চাপ না থাকায় পাতাল প্রবেশ করে পানীয় জল তুলে আনতে হচ্ছে।

দেখে লকডাউন বা বাংলা বন্ধ মনে হলেও, আদতে তাপদাহের ফলে জনযান শূন্য রাস্তাঘাট। যাদবপুর এইট বি'র কাছে।

কাঠ ফাঠা রোদ্দুরে, ডেলিভারী বয়ের ঘাড়ে উঠেছে জল মেশিন।

টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনের বাজারকে পিছনে ফেলে, এগিয়ে গাড়ি ভর্তি এসি। নিউ টাউনে। ছবি : অভিজিৎ কর

# আমাদের শিক্ষাঙ্গন

## উত্তরণের পথে বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস হাই স্কুল

**রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী**

শিক্ষা মানুষকে 'মনুষ্যত্ব' দান করে সার্বিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে আর শিক্ষাঙ্গন হল সমাজের মন্দিরস্বরূপ। আজ এমন এক বিদ্যালয়ের কথা বলবো, শূন্য থেকে শুরু করে একাধিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে এলাকার শিক্ষা মানচিত্রে। সর্বোপরি, শিক্ষা প্রসারের এক মহতী উদ্যোগে সামিল হয়েছে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও শিক্ষা অনুরাগী সংস্থা ও সজ্জন ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের কাণ্ডারী প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী শম্পা গাঙ্গুলির সুনিপুণ পরিচালনা দক্ষতা ও দায়বদ্ধতায় এই মহান কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে।

বিদ্যালয়ের শুরুর কথা

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে পঞ্চম শ্রেণি নিয়ে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন ব্রিটিশ আমলের বজবজের পৌরপ্রধান সিসিল ওসমন্ড ম্যানুয়েল সাহেব। তাঁর নাম অনুসারেই বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী লেটেশিয়া ম্যানুয়েল স্বামীর অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে আসেন। তিনি কুড়ি হাজার টাকার একটি অনুদান চুক্তিপত্রের মারফৎ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রায় দুই দশক পর্যন্ত সেই টাকার সুদ বিদ্যালয় নিয়মিত আসত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর সময়ে প্রশাসনিক রদবদলের জটিলতার কারণে অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে স্থাপিত হলেও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে সরকারি অনুমোদন মেলে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির অনুমোদন পেলেও ক্লাস চলতে থাকে প্রাথমিক ভবনে। ২০০৪ সালে বজবজ পৌরসভার আনুকূল্যে প্রাপ্ত জমিতে হাইস্কুলের নিজস্ব ভবন নির্মাণ শুরু হয়। তৎকালীন জুনিয়র হাইস্কুলের পাঁচজন শিক্ষিকা বুবুল সেনগুপ্ত, কল্পনা চৌধুরী, প্রতিমা গাঙ্গুলি, কৃষ্ণা ঘোষাল ও বিজয়া মুখার্জীর ব্যক্তিগত মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার অনুদানে ভবনের ভিত গড়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যালয়টি হাই স্কুলের অনুমোদন পায়। এরপর থেকে শিক্ষিকাদের আন্তরিকতা ও মিলিত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদ্যালয়ের পথ চলা সুগম হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড

২০০৬ সালে প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে যোগদানের পর থেকেই বিদ্যালয়ের উন্নতি তাঁর চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ও শিক্ষাগত মানোন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে সংস্থার দ্বারপ্রার্থী হন

এবং নানাভাবে তাদের সাহায্যও পেয়ে থাকেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি IOCL, CLPOA, HSBC, CESC, Cheviot Jute ইত্যাদি একাধিক সংস্থার আর্থিক ও সেবাগত পরিষেবা পেয়ে বিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর পূর্বে ফ্রি কোচিং ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে সাড়া পেয়েছিল, এছাড়াও অত্যন্ত স্বল্প বেতনের বিনিময়ে আগ্রহী ছাত্রীদের গান শেখাবার ব্যবস্থাও করেছেন। যদিও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সহকর্মীদের অবদানকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তাসনে গুরুত্ব

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা কেবল পুঁথিগত হতে পারে না। চাই সার্বিক বিকাশ। স্বামীজি যে শিক্ষাকে অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ হিসাবে উপলব্ধি করেছেন তা কার্যত শুরু হয় ছাত্রজীবনে বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে দিয়েই। শম্পা দেবী মনে করেন, একজন সুশঙ্খল মানুষই সঠিকভাবে জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে। ছাত্রজীবনে দৈনন্দিন শৃঙ্খলাপরায়ণতার মধ্য দিয়েই আত্ম শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে যা স্কুলজীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব। এই কারণে স্কুলে ছাত্রীদের স্বায়ত্তশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে 'শিশু সংসদ' ব্যবস্থাটি কার্যকরী রয়েছে। ছাত্রীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'শিশু সংসদ' গঠন করে। প্রার্থনা থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মাসিক সাধারণ সভাতে নিজেদের মূল্যায়ণ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষিকারা তাদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন।

কোভিড পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা

কোভিড মহামারী প্রায় দুই বছরকাল শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে। শম্পা দেবীর কথায় নিজের হাতে সাজানো বাগানের কোভিড সময়ে ক্রম দুরবস্থা দেখে শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন পঠন পাঠন বন্ধ থাকায় ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অনলাইন ক্লাস ছাত্রীদের মোবাইলে বাহ্যিক দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়েছে, যা তারা কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পাশ ফেল না থাকায় পড়াশুনা কিছুটা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। কোভিড সময়ে আর্থিক দুরবস্থার

প্রধানা শ্রীমতী শম্পা গাঙ্গুলি

কারণে কাজে যুক্ত হবার ও কম বয়সে বিয়ে হবার প্রবণতা বাড়ায়, বিগত বছরের তুলনায় স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করাটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদেশে প্রচলিত 'Neighbourhood School' প্রসঙ্গে বলেন, কোন অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় থাকলে তার আশপাশের বাসিন্দারা তাদের সন্তানদের সেই বিদ্যালয়েই ভর্তি করায়, ফলে বিদ্যালয়ের ফলে ভালো মন্দের সঙ্গে এলাকাবাসীও সচেতনভাবে জড়িয়ে পড়ে। এতে বিদ্যালয়টিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাই তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর বিদ্যালয়ের কর্মসংস্কৃতি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময়ে।

প্রধানা শিক্ষিকা শম্পা দেবী বলেন, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে গভীর মূল্যবোধ, আত্মপ্রত্যয়, শৃঙ্খলাবোধ ও সততার গুণ থাকা প্রয়োজন যা তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক পথ দেখাবে, এইজন্য প্রয়োজন ধাপে ধাপে পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্য স্থির করা ও সেই অনুযায়ী কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করা, বর্তমান সময়ে ও সমাজে নারীদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে বালিকা বিদ্যালয়গুলির সমাজে বিশেষ ভূমিকা থেকেই যায়, তাঁর মতে, সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতেও সবরকমের সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোথাও বেসরকারীকরণের প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়গুলি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ণের উপর জোর দেন। আগামী দিনে এলাকায় শিক্ষার অঙ্গণে বিদ্যালয়টি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তিনি এমনটিই আশাবাদী। বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস হাই স্কুলের উত্তরণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার জন্য শম্পা দেবী 'আলিপুর বার্তা'কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

# মাঙ্গলিকী

## নাটকে আবার ফিরল ‘ফাটাগোপাল’

**কৃষ্ণচন্দ্র দে**

বিগত ২২ মার্চ ২০২৩ তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত হল নটসেনার নাটক ফাটাগোপাল। নাটকটি ২০০৮ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়। আবার নতুন আঙ্গিকে প্রদর্শিত হল।

নাটকটির উৎস তৈরি করেছেন সুব্রত হালদার এবং নাট্যরূপ দিয়েছেন রজত ঘোষ, নির্দেশনায় দুর্গা চক্রবর্তী।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এক সৎ জেলারের সে কি প্রাণান্তর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তাই একটু হাস্যরসাত্মক ভাবে উপস্থাপনা করলেন নির্দেশক অভিনেতা দুর্গা চক্রবর্তী। তবে কমেডির মধ্য দিয়েও একটা সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ করে কমেডি নাটকের ক্ষেত্রে নটসেনার একটা রিলেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে। এবং কমেডি নাটকই নটসেনার তুরুপের তাস। ওদের গরুর গাড়ির হেডলাইট আজও দর্শক মনোরঞ্জনে এক নম্বরে আছে। তবে একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই এই ধরনের নাটকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যে সবসময়ে যুক্তি তর্কের অবতারণা করা বৃথা। কারণ লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শক নাটকটি দেখে নির্মল দৃশ্য থেকে দৃশ্যে সব সময়ে যুক্তি তর্কের অবতাররণা করা বৃথা। কারণ লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শক নাটকটি দেখে নির্মল আনন্দ পেয়ে ঘরে ফিরছে কিনা। যদি তা পায় তবে তাদের পরিশ্রম অনেকাংশেই সফল। বিশেষত দর্শক কিছুটা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতেই এই ধরেনের নাটকে ভিড় করেন। আর এ ব্যাপারে নটসেনা তথা দুর্গা চক্রবর্তীর বিশেষ দক্ষতা আছে।

কাহিনী সাদামাটা। কোন প্যাঁচ পয়জার বা জটিল তত্ব এখানে নেই। একটি মানুষ সংসার চালাবার জন্য বা তার পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য অন্যের হয়ে বা আসামীর হয়ে টাকার বিনিময়ে জেল খাটে। আসামী সমাজের কেউ কেটা হয়ে নির্বিবাদে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

নাটকটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় যখন দেখি তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সৎ জেলার অমূল্য হাতির সাজা খাটছে সেই নকল গোপাল। প্রশাসনিক অব্যবস্থার গোপন দুবৃত্তায়নকেই সূচিত করে। জরাসন্ধের রচনাতেও এর প্রমাণ মেলে।

নাটকের প্রয়োজনে অনেক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। তবে দু চারটি চরিত্র বাদ গেলেও নাটকের কোন ক্ষতি হত না বলেই মনে করি।

অভিনয়ে প্রথমেই যার কথা মনে আসে জেলার অমূল্য হাতি চরিত্রে দুর্গার অভিনয়। এ ধরনের চরিত্রে ওর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে এটা আগেও বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তারপরে নকল গোপালের ভূমিকায় দীপঙ্কর চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয়। তারপরে ফাটা গোপাল চরিত্রে প্রবীর ভট্টাচার্যের অভিনয়ও বেশ। এছাড়া আর যারা অভিনয় করেছেন এমএলএ নন্দলাল এবং পাগল চরিত্রে দুলাল দেবনাথ। তবে পাগলের চরিত্রটা কেন রাখা হল তা পরিষ্কার নয়।

জেলারের স্ত্রীর ভূমিকায় মৌমিতা ঘোষ, রাজা মল্লিক চরিত্রে দেবব্রত ভট্টাচার্য, পরবর্তী জেলার তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্দ নয়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করলেন তারা হলেন যথাক্রমে সুদীপ মুখার্জী, স্মৃতিরঞ্জন মাজি, শ্রীকান্ত মুখার্জী, শ্যামল দাস, রানা চ্যাটার্জী, উদয়ন চক্রবর্তী, রানা সরকার, স্বাতী কোলে প্রমুখেরা।

এছাড়া ব্যাক স্টেজ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন মঞ্চ পার্থ মজুমদার, মঞ্চ নির্মাণ– মদন হালদার, আলোকসম্পাত– কল্যাণ ঘোষ, আবহ এবং সুর – শুভময় চ্যাটার্জী, শব্দ প্রক্ষেপণ – সন্দীপ মুখার্জী, রূপসজ্জা – লক্ষ্মীকান্ত মাইতি, গানের কথা – মিহির চৌধুরী, পোষাক ও মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক দেবব্রত ভট্টাচার্য এবং প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ– উদয়ন চক্রবর্তী প্রমুখগণ।

উপসংহারে শুধু একটা কথা বলতে চাই নাটকটি আরও সিঙ্কোনাইজ করে আরও একটু টাইট করা দরকার। এর জন্য হয়তো কয়েকটি দৃশ্য বাদ যেতে পারে, তবে নাটকের স্বার্থে তা অনায়াসেই করা যায়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন ও ভার্সেটাইল চরিত্র হচ্ছে কমেডি চরিত্র। এই শিল্পীরা যে কোন চরিত্রে অভিনয় করতেই পটু। তাই কমেডি চরিত্রগুলিকে রেজিস্টার্ড করা একান্তই আবশ্যক। না হলে নাটকের প্রাণ হারিয়ে যায়। নাটকটিকে আরও একটু হাই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। দুর্গাকে শুধু বলবো নাটকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে একটু নজর দিতে। প্রয়োগ গুণ ও কৌশলে কমেডি নাটক ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠতে পারে। বলতে কোন দ্বিধা নেই দুর্গার ভাল কাজ দেখার প্রত্যাশায় থাকি। নির্দেশককেই সব দিকেই কঠোর নজর রাখতে হয়। কারণ তিনিই নাট্যদলের বা নাট্য জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজ কোন দিকে যাবে, কোথায় ভিড়বে সে–ই তো দিশা দেখাবে।

রচনা : রজত ঘোষ, নির্দেশনা : দুর্গা চক্রবর্তী

## নাট্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি সরণী দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দাঁইহাটের প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিতে এলাকার একটি রাস্তার নামকরণের দাবি উঠল। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের পবিত্র সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে তরুণ সংঘের উদ্যোগে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

এলাকার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জনদরদী যুবক তথা গাড়িচালক অনিমেষ কুমারের নামে স্মরণসভাটি শহরের গণেশ জননীতলায় তরুণ সংঘের স্থায়ী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্মরণসভা শেষে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অথঃ শিক্ষা বিচিত্রা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। দাঁইহাট শহরের এই দুই জনপ্রিয় নাগরিক জটিল রোগভোগের কারণে সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন। দু'জনই তরুণ সংঘের সদস্য ছিলেন। উক্ত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়, এলাকার কৃতী সন্তান তথা রাজ্যের বিশিষ্ট প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্য পরিচালক মহাদেব ভারতী, প্রবীণ রাজনীতিক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিনের সভায় উপস্থিত বক্তাগণ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে কানু এবং অনিমেষ কুমার ওরফে রিপুর উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করার সময় নানান ঘটনার কথা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি সমাজের প্রতি তাঁদের নানাবিধ অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন তরুণ সংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা পিন্টু ভট্টাচার্য, অমিত মিশ্র প্রমুখ। দাঁইহাটে নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ছাপ রাখা তরুণ সংঘ এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অস্বীকার করতে পারে না শহরবাসী।

তরুণ সংঘের উদ্যোগে দাঁইহাটে নিয়মিত নাট্য

উৎসবেরও আয়োজন হয়ে থাকে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। এই সংঘেরই সক্রিয় সদস্য অনিমেষ কুমার পেশায় গাড়িচালক হলেও তিনি সকলের কাছেই একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং মানবিক নাগরিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অতিমারি করোনার প্রথম ধাক্কায় লকডাউনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা অসংখ্য মানুষকে দায়িত্ব নিয়ে নিজের গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই অনিমেষ। তাঁর সেই মানবিক দিকের কথা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে শহরবাসী। এদিন স্মরণসভা থেকেই নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এলাকার একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব ওঠে এবং শহরবাসীর স্বার্থে প্রস্তাবটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পুরচেয়ারম্যান উক্ত প্রস্তাবটি যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

## ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলল লিলুয়ার সৃজিতা

**মলয় সুর :** ধরা ধামে এসেছে মাত্র নয় বছর হল। এরইমধ্যে চিত্রশিল্পের দক্ষতার জন্য হাতের জাদুতে সকলের চোখ কপালে তুলে রেকর্ডের অধিকারিণী হয়ে গিয়েছে বালী পৌরসভার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল রোডের বাসিন্দা সৃজিতা কোলে। সে বামুনগাছি শিশু বিহার প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। সৃজিতার পাঁচ বছর বয়সে আঁকার হাতে খড়ি হয়েছিল তার বাবার কাছে। বাবা সুরজিৎ কোলে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। মা মৌসুমী গৃহবধূ। তাদের একমাত্র কন্যা সৃজিতার। বর্তমানে সে রিষড়ার মর্ডান হাইস্কুলের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তীর কাছে অঙ্কন শেখে। ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকার প্রতি আকর্ষণ দেখেই তার বাবা নিজেই আঁকাতে শুরু করেন। ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে অঙ্কনের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রায় ৩ ২টি পুরস্কার অর্জন করেছে। এছাড়াও বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য ইন্ডিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড–২০২২ এবং আর্ট ক্যাটগরিতে ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডর্সে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। অঙ্কন ছাড়াও সৃজিতা আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আউটস্ট্যান্ডি ইয়ং পারফরমার হিসাবে পুরস্কার পায়। এরপর জাপানের টোকিও থেকে গোপিস ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত অনলাহন আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সারাবিশ্বের মধ্যে মেরিট অ্যাওয়ার্ড ও শংসাপত্র অর্জন করে। মেয়ের সাফল্যে যারপরনাই খুশি বাড়ির সকলেই খুশি। সুরজিৎবাবু বলেন, সৃজিতার এই সাফল্যের পিছনে চিত্রশিল্পী দেবব্রত বাবুর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে মেয়েকে এতটা পারদর্শী করে তুলেছেন। তার আঁকা চিত্র জহরলাল নেহেরু সে তুলে দিয়েছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন। তাছাড়া সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও ইতিহাসবিদ গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়িকে। এত কম বয়সে এমন প্রতিভা ঈশ্বরদত্ত বলে সকলে মনে করেন।

## নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদের বিজ্ঞান মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১ বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা সংগঠন নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হল। এই মেলায় বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা, সচেতনতামূলক পোস্টার ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। অতিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নোদাখালী থানার

আইসি পার্থসারথি ঘোষ, ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপি, স্বপন রায় প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি ইউনিস খান এবং সম্পাদক তমাল মালিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

## চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে বর্ষবরণ সন্ধ্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চন্দননগরে ঐতিহাসিক ফরাসি মিউজিয়ামে রবিবার সন্ধ্যায় নববর্ষবরণ বনে আনি – ১৪৩০ উৎসবের আয়োজন হয় চন্দননগরে। যাকে ফরাসি ভাষায় অ্যাঁস্তিত্য দ্য শাঁদ্যার নগর বলা হয়। শেওড়াফুলির মধুচক্র সাহিত্য সংসদের বর্ষীয়ান শিল্পীরা বেদগান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে শেওড়াফুলির রাজবাড়িতে গানের সংস্থাটি স্বর্গীয় নির্মল চন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তারা বাংলা গান থেকে শুরু করে নতুন মৌলিক গানও গাইলেন।

কে কোন গান গাইলেন সেই দীর্ঘ তালিকার চেয়ে তারিফযোগ্য বিষয় হল, অনেকের বয়স ৮০ বছরের উর্ধ্বে। যা সচরাচর গানের অনুষ্ঠানগুলিতে বিরল। এঁরা হলেন প্রিয়ব্রত নন্দ, কানু চৌধুরী, অনিতা সরকার, অনির্বান চৌধুরী, কুমারিকা মজুমদার। এছাড়াও সান্ধ্য আসরে শিল্পী হৈমন্তী দাসের একক সুমিষ্ট কণ্ঠে বেশ কয়েকটি গান সকলকে আপ্লুত করে মাতিয়ে দিলেন। ওই দিন জলরং, পোস্টার রং এবং মোম রঙের উপর প্রদর্শনী হয়। তাঁদের প্রত্যেককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডিরেক্টর বাসবী পাল। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বসু মিত্র মজুমদার।

## নতুন ভোরের আলোর নববর্ষ সংখ্যার উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফেসবুক নির্ভর সাহিত্য সংস্কৃতি গ্রুপ গত ৯ এপ্রিল শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সোসাইটিতে প্রকাশ করল তাদের দ্বিতীয় নববর্ষ সংখ্যা নতুন ভোরের আলো।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন ভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছিল সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতের বেশ কিছু দিকপাল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ক্রিয়া–কলাপের মাধ্যমে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীরাজ সেন, সুরকার–গীতিকার শ্রীদেবাশীষ রায়, নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, চিত্রশিল্পী সুজাতা দে, যোগা শিক্ষিকা তথা বাচিকশিল্পী গীতা চ্যাটার্জী, ইতিহাসবিদ শুভদীপ ব্যানার্জি চৌধুরী, সমাজসেবী মহাশ্বেতা মুখার্জি, সমাজসেবী বাণীব্রত কাড়ার, মেট্রোরেলের ম্যানেজার প্রত্যুষ ঘোষ, পাশ্চাত্ত্য বৈদিক সংঘের তরফ থেকে শ্রী রণদেব ভট্টাচার্য্য, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সার্চ উইদিন–এর তরফ থেকে শ্রীমতী মালা সাহা ও শ্রীমতী চন্দ্রানী ভট্টাচার্য প্রমূখ প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা।

উপস্থিত ছিলেন পত্রিকায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সেই সব লেখক–লেখিকারাও। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন লেখিকা তথা বাচিকশিল্পী শ্রীমতী সঞ্চিতা কর মহাশয়া। ওনার নিজের সাংস্কৃতিক গ্রুপ মধুর রূপে বিরাজ উপস্থাপন করে বনানী

মুখোপাধ্যায় রচিত শ্রুতিনাটক ক্রেমে ক্রেমে প্রস্থান, যা দর্শক–শ্রোতাদের বহুল প্রশংসা লাভ করে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মরুবিজয় গ্রুপ। এছাড়াও বাচিকশিল্পী গীতা চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন নতুন ভোরের আলোর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক তথা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক দিবান গুহর লেখা নববর্ষের ভাবনা। পণ্ডিত দীপক চক্রবর্তী সংস্কৃত ভাষায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেতনায় ও শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের প্রযোজেনীয়তার কথা তুলে ধরেন। কবিতা আবৃত্তি করেন মৌসুমী মুখার্জী, বনানী মল্লিক, ধূর্জটি মজুমদার, সন্দীপ মিত্র, জলি বিশ্বাস, যুথিকা তরফদার, রাজলক্ষ্মী সরকার, মৌসুমী পাল, সুদীপ্তা শেঠ মহাশয়া। খালি গলায় গান গেয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন চম্পা রায় এবং অমিত দত্ত। কবি রত্না সরকার মহাশয়া তাঁর সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। তবে পত্রিকার প্রচ্ছদশিল্পী তথা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অদ্রিজা গোস্বামীর আবৃত্তি তরুণ শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদ চিত্রটিতেও রয়েছে গভীর দর্শন সম্বলিত বৈচিত্রের স্বাদ। সামগ্রিকভাবে পত্রিকা এবং পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান দুটিই হয়েছে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর। নতুন ভোরের আলোর দুই কর্ণধার দিবান গুহ ও জয়দীপ ভট্টাচার্য্য সবদিক থেকেই তারিখযোগ্য কাজ করেছেন।

## সবপেয়েছির আসরের নববর্ষ পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সবপেয়েছির আসর মুলকেন্দ্রের পরিচালনায় বাগবাজার সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব পার্কে সাড়ম্বরে পালিত হল ৭৪তম বাংলা নববর্ষ উৎসব ১লা বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ শুরুর এই শুভ পুণ্যলগ্নে প্রয়াত সন ভট্টাচার্য, নিখিল রায় ও শ্রীদাম সাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় জয় হোক জয় হোক সঙ্গীতের মাধ্যমে। অতিথি বরণের পর পতাকা উত্তোলন সংকল্প বাক্য পাঠ পতাকা গীতি গাওয়া হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আসর সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জি। এরপর শুরু হয় প্রায় একহাজার সোনার কাঠি নিয়ে ছৌ রণপা সাঁওতালি দল সমেত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণে ছিল দক্ষিণ কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, বারাসাত, হাওড়া, হুগলি অঞ্চলের

ভাই বোনেরা এবং নদিয়ার শিশু মিলন আসর। মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তীর স্বাগত ভাষণের পর দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের বোনেরা বর্ষবরণ নৃত্য তোরা সব জয়ধ্বনি কর পরিবেশন করে এরপর যথাক্রমে সমবেত ব্যায়ামাদি ছড়ার ব্যায়াম সমবেত ব্রতচারী ভঙ্গি গীতি পরিবেশন করে উপস্থিত সমগ্র ভাই বোনেরা। ভাটিয়ালি নৃত্য পরিবেশনায় দঃ ২৪ পরগনার বোনেরা এরপর যোগাসন পিরামিড, ক্যারাটে, জিমন্যাস্টিক পরিবেশন করে উঃ কলকাতা, উঃ ২৪ পরগনার ভাই বোনেরা। বিদ্রোহী কবিতা অবলম্বনে এক মনোরম গীতি নৃত্য পরিবেশন করে হুগলি অঞ্চলের ভাই বোনেরা। পাঁচ অঞ্চলের বোনেদের নিয়ে ৮টি বৃত্তে পরিবেশিত হয় সুদৃশ্য গুজরাতি ডান্ডিয়া রাশ নৃত্য এরপর দক্ষিণ কলকাতা পরিবেশন করে একটি সুদৃশ্য নৃত্য। সর্বশেষে পরিবেশিত হয় রায়বেঁশে নৃত্য অংশ গ্রহণে দ কলকাতা ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক বৃন্দ। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্হিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল সেন, আসর সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জি , কার্যকারী সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলি, সহ সভাপতি প্রদীপ রায়, সহ সভাপতি বিষ্ণুজীবন চক্রবর্তী, এবং তরুণ চৌধুরী, মূল সত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী,বাগবাজার সার্ব্বজনীন দুর্গোসব কমিটির সভাপতিগৌতম নিয়োগী এবং বাংলার ব্রতচারী সমিতির অহীন্দ্র ভূষণ সাহা মহাশয়। এনারা এনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আসরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মুলকেন্দ্রের সচিব বৃন্দ,নিয়ামক বৃন্দ,প্রশিক্ষক বৃন্দ, কর্মীগনের আপ্রাণ সহায়তায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করে সর্বশেষে পতাকা অবনমন করেন সহ সভাপতি বিষ্ণুজীবন চক্রবর্তী মহাশয় সমাপ্ত সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষস্না করা হয়।

## বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তনী সভা

**শ্রেয়সী ঘোষ :** ১৮৫৭ সালের শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে বাংলা বিভাগের যাত্রা শুরু। এই বিভাগে পড়িয়েছেন দিকপাল শিক্ষকেরা। এই বিভাগের প্রাক্তনী গঠিত হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। শুরু থেকেই এর সম্পাদক ছিলেন ড. শিশির মজুমদার। জানুয়ারি মাসে তিনি মারা যান। ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুরে আশুতোষ ভবনের দোতলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর কক্ষে প্রাক্তনীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বর্তমান সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার সম্পাদক পদের জন্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন। তা সমর্থন করেন প্রাক্তনীর সহ–সভাপতি ড. নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত সকলে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন নব

সম্পাদককে। ড. ঘোষ ভাষণে সকলের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা বলেন। সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব তিনি সামলাবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সহ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন দীপান্বিতা সেন। কোষাধক্ষ্যের পদে অপর্ণা বিশ্বাসই রইলেন। আপাতত ঠিক হয়েছে প্রতিমাসের প্রথম মঙ্গলবার ২০৯ নম্বর পক্ষে দুপুরে প্রাক্তনীর সভ্য সভ্যারা মিলিত হবেন । এদিনও বেশ কয়েকজন সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

## আঁতস কাঁচে

### আইপিএলে চুরি

আইপিএলে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শদের। বেঙ্গালুরু থেকে ম্যাচ খেলে দিল্লিতে ফেরার পথে বিমানবন্দর থেকেই খোয়া গেল ১৬টি ব্যাট, প্যাড, জুতো, থাই প্যাড ও গ্লাভস। দিল্লিতে ফেরার পর তা টের পান ক্রিকেটাররা। ব্যাটগুলোর মধ্যে ওয়ার্নারের তিনটে, ফিল সল্টের তিনটে, মিচেল মার্শের দুটো ও সবচেয়ে বেশি পাঁচটা তরুণ ব্যাটার যশ ধুলের। চুরি যাওয়া ক্রীড়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ১৬ লাখ টাকা।

### অজি দল

ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া। প্রায় ৪ বছর পর টেস্ট দলে ফিরলেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। অন্যদিকে, টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে জায়গা ধরে রেখেছেন ডেভিড ওয়ার্নারও। দলের অধিনায়কত্ব করবেন ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স। আগামী ৭ জুন দ্য ওভালে হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচ।

### পর্দায় আক্রম

ক্রিকেট দুনিয়ায় তাঁর পরিচিতি সুইং অফ সুলতান নামেই। এবার অন্য রূপে দেখা যাবে ওয়াসিম আক্রমকে। ঈদেই মুক্তি পাচ্ছে ওয়াসিম আক্রমের প্রথম সিনেমা। আসছে 'মানি ব্যাক গ্যারান্টি'। পাকিস্তানের বিনোদনজগতে বড় ধরনের আলোড়নই তুলেছে ওয়াসিম আক্রম অভিনীত এই সিনেমা। এই সিনেমায় শুধু ওয়াসিমই নন, তার সঙ্গে অভিনয়ে দেখা যাবে তার অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী শ্যানিয়েরা আক্রমকেও।

### বেটিংয়ের ছায়া

গোপন তথ্য পেতেই সরাসরি মহম্মদ সিরাজকে হোয়াটসঅ্যাপ! তবে কোনো বেটিং চক্র বা বুকি নয়, ভারতীয় দলের পেসার ও আরসিবির পেসার মহম্মদ সিরাজকে দুর্নীতির প্রস্তাব দিয়েছেন এক গাড়িচালক। দেরি না করে সিরাজ সঙ্গে সঙ্গেই বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিটকে (আকসু) সেই প্রস্তাবের কথা জানিয়েছিলেন। সিরাজের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই সেই গাড়িচালককে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ চলাকালীন বাজিতে বিশাল অঙ্কের টাকা খুইয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপরই সিরাজকে প্রস্তাব দেন।

### গাঁটছড়ায় প্রীতম-সোনেলা

গাঁটছড়া বাঁধলেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম মুখ প্রীতম কোটাল। সদ্য অধিনায়ক হয়ে জিতেছেন আইএসএল। সবুজ মেরুন জার্সিতেই ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোয়ার মাঠে এনগেজমেন্ট সেরে নেন প্রীতম। ১৭ এপ্রিল সোমবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন সোনেলা পালের সঙ্গে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অবশেষে পরিণতি পেল। বালির জেটিয়ার মনোরম পরিবেশে বিয়ের আসর বসে প্রীতম-সোনেলার।

# আইপিএলের মাঝেই বিরাট-সৌরভ ঠান্ডা যুদ্ধ!

**সুমনা মণ্ডল**

মান-অভিমান-ভুল বোঝাবুঝি যাই হোক না কেন, তা বারবারই প্রকাশ্যে রিঅ্যাকশন দেখিয়েছেন বিরাট কোহলি। আর পাল্টা দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারও আনফলো করার লড়াইটা প্রথম শুরু করলেন বিরাট, শেষটা করলেন সৌরভই। ইনস্টাগ্রামে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আনফলো করে দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন বিরাট কোহলি। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, দূরত্ব কমার সম্ভাবনা তো নেই-ই, উল্টে বাড়বে, বাড়ছেও। সৌরভ এর প্রতিক্রিয়ায় মুখও খোলেননি। খোলার প্রয়োজনও মনে করেননি। শুধু কিছু ঘণ্টা দেখার পর তিনিও একই কাজ করেছেন বিরাট কোহলির জন্য। অর্থাৎ ইনস্টায় বিরাটকে তিনিও আনফলো করে দিয়েছেন। দু'জনের সম্পর্কের অবনতি বিরাটের অধিনায়ক ও সৌরভের বিসিসিআই সভাপতি থাকার সময়। নিজের ওয়ানডে অধিনায়কত্ব হারানোর পেছনে সৌরভকেই একপ্রকার দায়ী করেন কোহলি। কোহলি এরপরই মুখ খোলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, তাকে না জানিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। এমনকী টি২০ অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর নাকি তার সঙ্গে সৌরভ কিংবা নির্বাচকরা কোনো যোগাযোগ করেননি। বরং আলোচনা ছাড়াই তাকে ওয়ানডে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর জেরে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে টেস্ট নেতৃত্বও ছাড়েন কোহলি। তবে এসব ঘটনা যে সৌরভের একার অঙ্গুলি হেলনে হয়নি তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও বিরাটের ক্ষোভ হয়তো একা সৌরভের ওপরই রয়ে গেছে। অধিনায়কত্ব নিয়েই সম্পর্কের অবনতি সেখানে শুরু হলেও মাঝে অনেক দিন এই নিয়ে কোনো বিতর্ক বা সমালোচনা ছিল না। তবে আইপিএলে বেঙ্গালুরু-দিল্লি ম্যাচের এক ঘটনায় বিষয়টা আবার সামনে আসে। সেখানেই ডাগআউটে সৌরভকে দেখে রাগ মেশানো শ্যেন দৃষ্টিতে তাকান বিরাট কোহলি। সেই ছবি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এখানেই অবশ্য থামেনি ঘটনা। এরপর ম্যাচ শেষে দু'দলের মধ্যে সৌজন্য হ্যান্ডশেকে সযত্নে হাত মেলানো এড়িয়ে যান দু'জনেই। কোহলি পন্টিংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কথা বলার সময় সৌরভ পেছন দিয়ে ঘুরে পন্টিংকে টপকে যান অন্য খেলোয়াড়ের কাছে। ফলে, হাত মেলানো হয়নি দু'জনেরই। এর পরপরই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আনফলো করে দেন বিরাট কোহলি। যার পাল্টা নিঃশব্দে দেনন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

# জাতীয় যোগাসনে সোনা অনুষ্কার, লক্ষ্য দুবাইতে ওর্য়াল্ড কাপ

**মলয় সুর :** পরপর জয় আরও বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে বেহালা সরসুনা শকুন্তলা পার্কের (চ্যাটার্জী পাড়া) বছর ১৩ অনুষ্কা চ্যাটার্জীকে। বড় প্রতিযোগিতায় যেতে হলে খরচ বাড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনুষ্কার ভাবনা সেখানেই। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় ২০২২-এ সেপ্টেম্বর মাসে ৪২তম ন্যাশানাল যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ ভারতেরল পণ্ডিচেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এরপর চলতি বছরের প্রথম মাসের ৭ ও ৮ জানয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরে ইউনিভার্সাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১২-১৬ বছর বয়সী গ্রুপে সোনা পেয়েছেন। পাশাপাশি জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়ে সদৃশ্য রুপোর মুকুট অর্জন করেন। অনুষ্কা সরসুনা গালর্স হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। তারা দুই বোন বড় বিদিশা সঙ্গীতশিল্পী আর ছোট অনুষ্কা। মা রুমা চ্যাটার্জী গৃহবধূ, বাবা দীপক চ্যাটার্জী সিকিউরিটি গার্ডের অফিসার। ২০১৭ সালে অনুষ্কা ৮ বছর বয়সে কসবা ললিত সংঘ পরিচালিত যোগা প্রতিযোগিতায় সব গ্রুপের প্রায় ১৬০০ জন প্রতিযোগির মধ্যে সেরা হয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে যোগাসনে হাতে খড়ি অনুষ্কার। সে যে প্রতিতেযোগিতায় গিয়েছেন পুরস্কৃত হয়েছেন। শিবরামপুর কেঠোপোল সম্মিলনী ক্লাবের প্রশিক্ষিক সলিল বিশ্বাস ও মণিকা বিশ্বাসের কাছে মনযোগ সহকারে অনুশীলন করেন। তারপর থেকে ওটাই ওর ধ্যানজ্ঞান। এ বিষয়ে অনুষ্কা বলে, চলতি বছরের জুন মাসে জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত উড়িষ্যার কটক বারবাটি স্টেডিয়ামে যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু করেছি। এছাড়া উত্তরখণ্ডের দেরাদুনে অনুষ্ঠিত যোগাতে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডিসেম্বরে দুবাইতে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড কাপে অংশগ্রহণ করতে উড়ে যাব। অনুষ্কার মা বলেন, মেয়ে দুবাইতে ওয়ার্ল্ড কাপে যোগ দিতে ইচ্ছুক। জানি না কীভাবে টাকা জোগাড় করব। সে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে চায়। সে কারণে সেখানে যেতে চায়। যোগাসনে ওটাই শ্রেষ্ঠ। স্বপ্নপূরণ হবে কি না জানিনা।

# ১৩ মে ইস্টবেঙ্গলে সলমল শো টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি,** ফুটবল ম্যাচ দেখতে আইএসএলে কত আর টিকিটের দাম হয়! ক্রিকেটে মিলিয়ন ডলার টুর্নামেন্ট আইপিএল দেখতেই বা কত খরচ? সব কিছুই ছাপিয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গলে সলমল শো'এর টিকিটের দাম ! ক্লাবের পারফরমেন্স এবার তথৈবচ।আইএসএলে ভরাডুবির পর সুপার কাপেও বিদায় নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাতে বেশ হতাশই লাল হলুদ সমর্থকরা। নতুন মরসুমের বারপুজোও হয়ে গেছে ক্লাব তাঁবুতে। বার তিন-চারেক সভাও হয়েছে ইনভেস্টরের সঙ্গে। নতুন কোচ আনা হবে সে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই লক্ষ্য এখনও পূরণ হয়নি। নতুন কোচ ঠিক না হওয়ায় দলবদলের বাজারও থমকে আছে ইস্টবেঙ্গলে। কোচই সাধারণত পছন্দের বিদেশি ঠিক করেন, তা কথা এগোনোই সম্ভব হয়নি কোচ কে হবেন তা ঠিক না হওয়ায়। নতুন মরসুমের দিশা যখন দেখতে পাচ্ছেন না সমর্থকরা, তখনই ধামাকাদার অনুষ্ঠানের তোড়জোড় ইস্টবেঙ্গলে। সলমলের টিম মাঠ দেখে গেছেন।

মাঠ দেখে খুশিও। আগামী ১৩ মে হবে ইস্টবেঙ্গল গ্রাউন্ডেই হবে সলমল শো। এর আগে শেষবার সিনেমার প্রোমোশনে বলিউড তারকা শাহরুখ খান-কাজল এই মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার আগে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। এবার সল্লু মিঞাই পা রাখতে চলেছেন লাল হলুদ তাঁবুতে। তাই নিয়েই চূড়ান্ত ব্যস্ততা লাল হলুদে।শতবর্ষেই আসার কথা ছিল সলমল খানের। কিন্তু করোনার কারণে তা হয়নি। শেষপর্যন্ত ২০২৩ সালে সলমলে ঝলমল করে উঠবে লাল হলুদ মশাল। তিনি অবশ্য একা আসছেন না। একাধিক বলিউড শিল্পীই আসছেন ইস্টবেঙ্গলের সলমল শো'তে। শো'এর নাম দেওয়া হয়েছে দা-বাং দ্য ট্যুর-রিলোডেড।সলমলের সঙ্গী হচ্ছেন সোনাক্ষী সিনহা, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, প্রভু দেবা, আয়ুশ শর্মা, পূজা হেগড়েরা। সন্ধে ৬টায় শুরু হবে শো। দর্শকাসনের জন্য মোট ৬টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। যারমধ্যে টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ন্যূনতম ৯৯৯ টাকা। এটা ভাইজান জোনের টিকিটের দাম। এরপর রয়েছে টাইগার জোন, যার টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা। এরপর রয়েছে কিক জোন (১৬৫০ টাকা) ও সুলতান জোন (২৫০০ টাকা)। শেষ দুটি জোন হল ওয়াস্টেড জোন ও দাবাং জোন। যেখানে ওয়াস্টেড জোনের জন্য দাম রাখা রয়েছে ৩৫০০ টাকা। আর দাবাং জোন-এর দাম ২৫ হাজার টাকা। আপাতত ১৩ মে সলমল নাইট শো'এর অপেক্ষায় লাল হলুদের সল্লু ভক্তরা।

# শেষবার গিয়েছিল পাকিস্তান, এবার ভারতের আসা উচিত : মিয়াঁদাদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত-পাকিস্তান, দুই দেশের রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে ক্রিকেট খেলা নিয়েই বিস্তর জলঘোলা চলছে। এখনও পর্যন্ত স্থির হল না এশিয়া কাপ কোথায়, কীভাবে হবে। পাশাপাশি ভারতে যে খেলতে আসবেই পাকিস্তান বিশ্বকাপ, সে নিশ্চয়তাও পাওয়া যাচ্ছে না। ক'দিন পরপরই দেশ দুই ক্রিকেট বোর্ড এশিয়া কাপসহ আসন্ন দুই টুর্নামেন্ট মন্তব্য-পাল্টা মন্তব্য করে আসছে। পরস্পর পাল্টাপাল্টি এই হুমকির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই। ভারত যখন পাকিস্তানে যাবে না বলেই জানিয়েছে, তখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও নানা শর্ত চাপিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এবার ভারতকে পাকিস্তানে এসে খেলার কথা জানালেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। প্রাক্তন এই পাক ক্রিকেটারের মতে, সমস্যার সমাধানে ভারতেরই এগিয়ে আসা উচিত। নাদির আলি নামে পাকিস্তানি এক ইউটিউবারের পডকাস্টে এই প্রসঙ্গে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন মিয়াঁদাদ। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বিষয়টা ভুলে যান। আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যু আসার হলে আসবেই। জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে। তারা (ভারত) যদি আজকে আমাদের ডাকে, আমরা যাব। বিষয়টা হল, শেষ আমরা তাদের দেশে গিয়েছি। এখন তাদের আসার পালা।' দুই দেশের মধ্যে শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয়েছে ২০১২ সালে। সে'বার ভারতে এসে ওয়ানডে ও টি২০ খেলে পাকিস্তান। আর ভারতের শেষ পাকিস্তান গিয়েছিল ২০০৬ সালে ওয়ানডে ও টেস্ট খেলতে। বিতর্ক মাথাচাড়া দেয় সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানে হতে যাওয়া এশিয়া কাপে ভারত খেলতে যাবে না বলায়। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানে গিয়ে খেলা সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ম্যাচ আয়োজনের হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় পাকিস্তানও। জানিয়ে দেয়, ভারত না এলে তারাও ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। এরপর সংবাদসংস্থা পিটিআই জানায়, পাকিস্তান ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে নতুন শর্ত দিয়েছে। নিরপেক্ষ ভেন্যু না হলেও তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ভেন্যু। বাবর আজমদের প্রস্তাবিত দুটি ভেন্যু হচ্ছে কলকাতা ও চেন্নাই।

# তফশিলি রত্ন ক্রীড়াবিদ বোলপুরের প্রিয়াঙ্কা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৭,৮,৯ এপ্রিল গুয়াহাটি কটন ইউনিভার্সিটির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইন্টারন্যাশনাল অল স্পোর্টস গেমস ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ,শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগীতায় বীরভূম থেকে প্রিয়াঙ্কা মূর্মূ অংশগ্রহণ করে কাতা ও কুমিতে বিভাগে দুটি গোল্ড জিতে নেয়। এরপরেই তপশিলি উত্থান পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় প্রিয়াঙ্কা মূর্মূর সঙ্গে। ষোলো এপ্রিল প্রিয়াঙ্কার হাতে তপশিলি রত্ন ২০২৩ সম্মান তুলে দেওয়া হয় শিয়ালদহ বিসি রায় অডিটোরিয়াম হলে। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার মা বুদনি মূর্মূ ও বোন সুমিতা মাণ্ডি। প্রিয়াঙ্কা সম্প্রতি বিটেক পাশ করেছে। প্রশিক্ষক কৌশভ স্যানাল বলেন, শিলিগুড়ির একটি কলেজে পড়াকালীন বোলপুরে আমার কাছে ক্লাশ করতে আসত। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এই সফলতা অর্জন করেছে প্রিয়াঙ্কা। পরিবারের সকল সদস্য প্রিয়াঙ্কার সফলতায় গর্বিত। প্রিয়াঙ্কা বোলপুর ধর্মরাজতলায় থাকে। প্রিয়াঙ্কার আগামী লক্ষ্য ক্যারাটের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলায় অংশগ্রহণ করা। বর্তমানে নিজেকে সেভাবেই তৈরি করছে।

## বারপুজোয় বাগান জমজমাট, দিশাহীন যেন ইস্টবেঙ্গল

# চুনীদা ভারতীয় ফুটবলের ব্র্যাডম্যান : সুনীল গাভাসকর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সকাল থেকেই তীব্র গরম। তবু এই সকালটা ছিল একেবারে অন্যরকম ময়দানে। পয়লা বৈশাখের সকালেই রীতি মেনে ময়দানের ক্লাবগুলোতে চলে বারপুজোর রীতি। আগেতে এই দিন থেকেই মরসুম শুরুর সূত্রপাত হত। কালের নিয়মে অনেককিছুই রীতিনীতি বদলেছে, অধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে, তবু বারপুজোর আবেগ রয়ে গেছে। আর তারজন্যই প্রবল গরমকে উপেক্ষা করে ক্লাবে ক্লাবে হাজির হয়েছিলেন সমর্থকরা। এরমধ্যে মোহনবাগানে বাড়তি আকর্ষণ ছিল সুনীল গাভাসকরের উপস্থিতি। মোহনবাগানের প্রধান ফটক এবার চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত হয়ে নতুন রূপে সেজে উঠেছে। পালতোলা নৌকায় নিয়ে নতুন ফটকে রয়েছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। এই বিশেষ দিনেই তার ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। মোহনবাগানে এলেন, চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত গেট উদ্বোধন করলেন, এরমধ্যেই পুরনো স্মৃতিও ফিরিয়ে দিলেন সানি। এদিন অকপটে জানালেন, চুনীদা ভারতীয় ফুটবলের ব্র্যাডম্যান। তিনি বলেন, ভারতীয় ফুটবলের একজন আইকন চুনীদার নামাঙ্কিত এই গেটের উদ্বোধন করতে পারাটা আমার কাছে পরম গৌরব ও সৌভাগ্যের'। এরপরই তিনি পুরোনো স্মৃতিতে গিয়ে বলেন, চুনীদার বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই ম্যাচে চুনীদাকে ভুল আউট দেওয়া হয়। আসলে আমি ড্রপ ক্যাচ ধরি, যা নজর এড়িয়ে যায়। এতদিন পর স্বীকার করতে আর দ্বিধা নেই। আর উনি ভারতীয় ফুটবলের ডন ব্র্যাডম্যান। উনার নামে গেট উদ্বোধনে আমায় সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ'। এরপর নিজের ছেলের ফুটবল প্রেমের কথাও জানান, বলেন, আমার ছেলে রোহন ফুটবলের বড় ফ্যান। আমাকে আমন্ত্রণের খবর শুনে খুব খুশি হয়।' এদিন সুনীল গাভাসকর ছাড়াও প্রধান ফটক উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবল তারকা। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানও হয় ক্লাবপ্রাঙ্গনে। মোহনবাগানের মতো ঝলমলে না হলেও, বারপুজোর উৎসব ছিল ইস্টবেঙ্গলেও। তবে এ মরসুমের ব্যর্থতা, নতুন মরসুম শুরুর আগেই কোচ থেকে ফুটবলার সই করানো নিয়ে নানা সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গলে সমর্থকদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবু ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কচিকাঁচা ফুটবলারদের নিয়ে নতুন মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নিয়ে অনুষ্ঠান চলে ইস্টবেঙ্গলে।

# মুথাইয়া মুরলিধরন, জীবন্ত কিংবদন্তির চরিত্রে ভারতীয় অভিনেতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মুথাইয়া মুরলিধরন হবেন মধুম মিত্তাল। স্লামডগ মিলিয়নিয়ার খ্যাত অভিনেতাই এবার মুরলির বায়োপিকে অভিনয় করছেন। মুরলিধরনের ৫১তম জন্মদিনেই জন্মদিনে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মুভি ট্রেন মোশন পিকচার্স' মুরলিধরনকে নিয়ে নির্মিত বায়োপিক '৮০০' এর মোশন পোস্টার প্রকাশ করেছে। '৮০০'-তে উঠে আসবে মুরলিধরনের জীবনের নানা অজানা কাহিনি। টেস্ট ক্রিকেটে ৮০০ উইকেট নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন মুরলীধরন। তাই সিনেমার নাম রাখা হয়েছে '৮০০'। টেস্টে সর্বোচ্চ ৮০০ উইকেট ও ওয়ানডে ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ৫৩৪টি উইকেটের মালিক মুরলিকে নিয়ে যে বায়োপিক হচ্ছে, তা অনেকদিনই জানা ছিল। কিন্তু কোন অভিনেতা তাঁর চরিত্রে অভিনয় করছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশাই ছিল। এতদিনে এত অফিসিয়াল পোস্টার। মুথাইয়া মুরলিধরন ক্রিকেট বিশ্বের এক জীবন্ত কিংবদন্তি। অফ স্পিনার এই বোলারের রয়েছে ১৬ অনন্য বিশ্বরেকর্ড সহ অসংখ্য রেকর্ড, যার বেশিরভাগই অদূর ভবিষ্যতে ভাঙার সম্ভাবনা কম। মজার ব্যাপার হল, মুরলির শিকড় তামিলনাড়ুতেই। তাঁর দাদু-দিদারা ছিলেন ভারতীয়। শ্রীলঙ্কায় চা বাগানে কাজ করার জন্য ব্রিটিশরা নিয়ে গিয়েছিল মুরলির পরিবারকে। তারপর থেকেই শ্রীলঙ্কাতেই থেকে যায় এই পরিবার। গৃহযুদ্ধের মধ্য থেকে উঠে এসে মুরলির ক্রীড়া নৈপুণ্য ও সর্বকালের সবচেয়ে সফল বোলারদের একজন হয়ে ওঠার গল্প বলা হবে এই সিনেমায়। স্পিন জাদুকরকে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালম্যানাক' থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ বোলার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে তিনি প্রথম শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন। '৮০০' ছবিটি পরিচালনা করেছেন তামিল পরিচালক এম এস শ্রীপতি। এই সিনেমাটি তামিল, তেলেগু ও হিন্দি ভাষায় রিলিজ পাবে। ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার মুরলিধরন শ্রীলঙ্কার হয়ে ১৩৩ টেস্ট, ৩৫০ ওয়ানডে ও ১২টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। ১৩৩ টেস্টে তিনি উইকেট নিয়েছেন রেকর্ড ৮০০টি। ওয়ানডেতে উইকেট নিয়েছেন ৫৩৪টি। আর টি২০ তে নিয়েছেন ১৩ উইকেট।

# আবার শৃঙ্গজয় চন্দননগরের মেয়ে পিয়ালীর, জয় করলেন দশম উচ্চতম শৃঙ্গ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুর্গম শৃঙ্গ জয় তাঁর কাছে নেশা। আর সেই নেশাতেই একের পর এক শৃঙ্গ জয় করছেন চন্দননগরের মেয়ে পিয়ালী বসাক। এভারেস্ট ও লোসে জয়ের পর আবার নতুন শৃঙ্গ জয় করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন এই বঙ্গ কন্যা। সোমবারই তিনি জয় করলেন পৃথিবীর দশম উচ্চতম শৃঙ্গ। গত ১৬ মার্চ অন্নপূর্ণা ও মাকালু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে অভিযানে বেরোন চন্দননগরের এভারেস্টজয়ী পিয়ালী বসাক। সোমবার সকাল আটটা পঞ্চাশ মিনিটে পৃথিবীর দশম উচ্চতম শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) সামিট সম্পূর্ণ করেন পিয়ালী। এভারেস্টে ওঠার সময় শেষটায় অক্সিজেন নিতে হয়েছিল, এবারেও অক্সিজেন নিতে হয়েছে একেবারে শেষ সময়ে। জানা গেছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণেই অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়া অভিযান শেষ করা সম্ভব হয়নি পিয়ালীর। তাঁর লক্ষ্য জোড়া শৃঙ্গ জয়। অর্থাৎ এখনও বাকি রয়েছে মাকালু আরোহণ।

পিয়ালী ২০১৮ সালে পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসুলু জয় করেন। এরপর ২০১৯ সালেই এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করেন তিনি। তবে খারাপ আবহাওয়ার জন্য কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হয় তাঁকে। ২০২১ সালে পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ ধৌলগিরি জয় করেন। এরপর এভারেস্ট অভিযানের চেষ্টা করেন আবার ২০২২ সালে। সব বাধা পেরিয়েই, সব প্রতিকূলতা টপকেই ২২ মে জয় করেছিলেন এভারেস্ট। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও ভারত-জাপান কূটনীতির ৭০ বছর উপলক্ষ্যে এই সফল অভিযান করেছিলেন পিয়ালী। যারমধ্যে ৮৪৫০ মিটার বিনা অক্সিজেনেই উঠে নজির সৃষ্টি করেন। শেষ ৪০০ মিটার খারাপ আবহাওয়ার জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে দেয়নি এজেন্সি। তাও অবশ্য রেকর্ড হয়। এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সফল করেছিলেন লোৎসে অভিযান। যার উচ্চতা ৮৫১৬ মিটার। এবারও স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পোস্টার হাতে উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করার পর ছবি তোলেন তিনি। এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত চন্দননগর সহ গোটা রাজ্যই। তবে পিয়ালী পর্বতাভিযানে যতটা সাহসী, ততটা সঙ্কটেও রয়েছেন। কারণ, যত এই অভিযান করছেন ততই বাড়ছে ঋণের বোঝা। সেই ঋণ সাধারণ স্কুলটিচার পিয়ালী।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com